প্রথম প্রকাশ : ১লা আষাঢ়, ১৩২২

প্রচ্ছদ - প্রণব শূর

দাম : ২-৫০ পয়সা

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৪নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট হইতে শ্রীসুনীল দত্ত
কর্তৃক প্রকাশিত ও রূপলেখা প্রেস, ৬০নং পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা—৯ হইতে শ্রীঅজিতকুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত।

পূর্বাভাষ

বুখারেস্টের সেই সন্ধ্যাটি মনে পড়ে। জানলার কাঁচের বাইরে অজস্র ধারায় ঝরছে শীতের তুষার। জনহীন পথ হিমানীর আবরণে ঢাকা। হিমানীর স্তর জমেছে গাছের নিষ্পত্র শাখায়, সামনের বাড়ীগুলোর ছাদের কার্ণিশে। রাস্তার আলোর সামনে রাশি রাশি রূপোর কুচির মতন, হীরের টুকরোর মতন ঝিলমিলিয়ে উঠছে তুষারের কুচি।

ঘরের ভেতরে অবশ্যপ্রয়োজনীয় সব কাজ ফেলে নাটকের বই হাতে হীটারের পাশে বসে আছি। দুর্নিবার আকর্ষণ নাটকের—নাট্যকারের নাম মিহাইল সেবাস্তিয়ান। রুমানিয়ার সাহিত্যগগনে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে একবার বাইরে চাইলাম। এ আকাশে কোথায় সপ্তর্ষি? কোথায় কালপুরুষ! এতো গ্রীষ্মের নীল আকাশ নয়—এ যে শীতের কুয়াশার বর্ণহীন আলোহীন আবরণ।

তবু সপ্তর্ষি তো হারায় নি। সে তো তেমনি উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলছে কোলকাতার আকাশে—যেমন করে তাকে জ্বলতে দেখেছিলাম দেশ থেকে আসবার আগে।

কোলকাতার কথা মনে পড়তেই একটা অস্পষ্ট ছবি মনে জন্ম নিল। একটি বাঙালীর ছেলে—উস্কোখুস্কো চুল, আধময়লা পাঞ্জাবী, জীর্ণ দেহ, দীপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত চোখ। কখনো আকাশে কখনো বইয়ের পাতায় অধীর হয়ে খুঁজছে কোন্ এক অজানা অদেখা তারা। আর একটি বাঙালীর মেয়ে দুচোখে অপার বিস্ময় নিয়ে উৎকণ্ঠাভরে প্রশ্ন করছে: এক গ্রহের জীবন কি কোন দিন অন্য গ্রহের জীবনের কাছ থেকে সাড়া পায় না?

জানলা দিয়ে তারার ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে তার কালো চুলে।

সংক্ষেপে এই হল 'নাম-না-জানা তারা' রচনার পটভূমিকা। মিহাইল

সেবাস্তিয়ানের 'Steaua fa nume' তারপর আরো অনেকবার পড়েছি। কিন্তু কি পড়বার সময় কি রূপান্তর করবার সময় কখনো মনে করতে পারিনি যে এ নাটকের পাত্রপাত্রীরা বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোন দেশের লোক। চোখের সামনে বিদেশী অভিনেতৃবর্গের অভিনয়ের ছবি থাকা সত্ত্বেও না।

বার্নার্ড শ'র Arms and the man নাটক সম্বন্ধে A. C. Ward বলেছেন--এ ঘটনা কোন বিশেষ দেশের নয়। এ ঘটনা ঘটেছে 'রুরিটানিয়া'তে—অর্থাৎ যে দেশ কোথাও নেই অথচ আছে সর্বত্রই। সেবাস্তিয়ানের এ নাটকও যেন সেই রুরিটানিয়ার ঘটনা। হয়ত সেজন্যেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় এই নাটকটি মঞ্চে ও পর্দায় রূপায়িত হয়ে মানুষের মনের সেই অঞ্চলে স্থান নিয়েছে—যেখানে মানচিত্রের কোন স্থান নেই।

রুমানিয়ার তৎকালীন নাট্যজগতে এক বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এসেছিলেন সেবাস্তিয়ান। বিদেশী কারুচাতুর্যের অনুকরণের মোহে ক্লাসিক নাট্য সাহিত্যের ধারাকে অবহেলা করার বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ তাঁর নাটক চারটি। সেবাস্তিয়ান তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছিলেন, নাটকের আঙ্গিক, মঞ্চকৌশল এমন কি অভিনয়ও শুধু নাটকের ভাববস্তুকে ফুটিয়ে তোলার উপকরণ মাত্র। সেই ভাববস্তু যদি প্রকাশমান না হয় তাহলে শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলানর কোন সার্থকতা নেই। যে নাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যকারের অন্তর কথা বলে ওঠে একমাত্র সেই নাটকেরই মূল্য চিরন্তন।

সেবাস্তিয়ানের চারটি নাটকই বহন করছে তাঁর মতবাদের সত্যতার প্রমাণ। রুমানিয়ার নাট্য সাহিত্যের আকাশে সপ্তর্ষির চারটি উজ্জ্বল তারার মতন জ্বলছে তাঁর ঐ চারটি সৃষ্টি। হয়ত আরো অন্য তারাও জ্বলত, যদি না আকস্মিক মৃত্যু এসে ছেদ টেনে দিত নাট্যকারের জীবনে।

অজানা দেশের সাহিত্যে অজানা সাহিত্যিকের রচনায় অপ্রত্যাশিত মিল পেয়েছি বাঙালী জীবনের বাঙালীর মনের ছবির সঙ্গে। সে বিস্ময় নাট্যকারকে জানাবার উপায় নেই। আজ থেকে বিশ বছর আগে ১৯৪৫ সালে মাত্র ৩৮

বৎসর বয়সে মোটর-দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মিহাইল সেবাস্তিয়ানের। আমার শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের নাগালের বাইরে তিনি।

আমার কৃতজ্ঞতা জানাই বুখারেস্টের The Rumanian Institute for Cultural Relations with Foreign Countries-কে আর নয়া দিল্লীর Rumanian Embasy-র কর্তৃপক্ষকে যাঁরা আমাকে এই বইটি প্রকাশ করার অনুমতি পেতে সাহায্য করেছেন।

নাটকটি প্রকাশের জন্য বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহের দ্বারা শ্রদ্ধাভাজন নাট্যকার শ্রীসুনীল দত্ত আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন।

কলিকাতা

অমিতা রায়

চরিত্রলিপি

স্টেশন মাস্টার	
আতাউল্লা	
জনৈক চাষী	
অধ্যাপক	
পরেশ	
চেকার	কোকিলা দেবী
উদয়	যমুনা
গিরীন	অপরিচিতা

বিঃ দ্রঃ—৪৪ পৃষ্ঠা ৮ পংক্তিতে

অজানা ॥ কৈ, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। (তাড়াতাড়ি বাতিটা কমিয়ে দেয়…

স্থলে হবে

অজানা ॥ কৈ, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

প্রফেসর ॥ (তাড়াতাড়ি বাতিটা কমিয়ে দেয়….

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

[একটি ছোট শহরের স্টেশন ঘর। একই ঘরে টিকিট ঘর, স্টেশন মাস্টারের অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস সব কিছু। ঘরের পিছনের দেওয়ালে একটি ডবল জানলা, ডানদিকে একটি দরজা। দুটিই প্ল্যাটফর্মের দিকে খোলা। জানলার কাঁচগুলি ঝাপসা, অপরিষ্কার। জানলা ও দরজা দিয়ে বাইরে প্ল্যাটফর্ম, টেলিগ্রাফ-পোস্ট, রেল-লাইন, সাইডিঙে কয়েকটি মালগাড়ী ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। জানলা ও দরজার মধ্যে দেওয়ালে একটি বড ঘডি। তাতে তিনটে বারো মিনিট বেজে আছে। বাঁদিকের দেওয়ালে একটি চৌকো কাঁচের জানলা— টিকিট ঘর। ঘরে সাধারণ কয়েকটি আসবাব, তাছাডা টেলিগ্রাফ -যন্ত্র, টেলিফোন ইত্যাদি আছে। দেওয়ালের গায়ে টাইম-টেব্‌ল্ ও কয়েকটি নোটিশ ঝোলানো। পর্দা ওঠবার সময় ঘরে কেউ নেই। টেলিফোন বেজে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না। টেলিগ্রাফ-যন্ত্রটা খট্ খট্ করতে করতে থেমে গেল। একটা গাডি যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল— তার সংগে একটা গলার স্বর শোনা গেল 'লাইন ক্লিয়ার লাইন ক্লিয়ার'। একটা দীর্ঘ হুইশ্‌ল্ শোনা গেল। গাডির ঝক্ ঝক্ শব্দ ক্ষীণ হতে হতে দূরে মিলিয়ে গেল। এদিকে ঘরের মধ্যে টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে।

স্টেশন মাস্টার ঢুকলেন—হাতে সিগনাল। টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন।]

মাস্টার॥ হ্যালো, হ্যালো (কোন সাডা না পেয়ে রেখে দিলেন। বাইরের দিকে চেয়ে) আতাউল্লা, ও আতাউল্লা, পরের ট্রেণটা যাবার সময়

হাঁস-মুরগী সামলে রেখো হে। চাপা পড়লে তোমাকেই জরিমানা দিতে হবে। (মাথা থেকে টুপিটা খুলে দেওয়ালের গায়ে একটা হুকে রাখলেন)

[দরজা দিয়ে একজন গ্রাম্য লোক ঢুকল। দেখে মনে হয় চাষী।]

চাষী॥ মাস্টার বাবু, যদি অনুগ্রহ করে—

মাস্টার॥ (রূঢ়স্বরে) কি চাই তোমার?

চাষী॥ একখান টিকিট।

মাস্টার॥ টিকিট ঘরে যাও।

চাষী॥ আজ্ঞে বলছিলাম কি—

মাস্টার॥ টিকিট ঘরে যাও। কানে শুনতে পাও না নাকি? (চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে যান) এখান দিয়ে প্রবেশ নিষেধ। দরজায় লেখা আছে। (দরজা বন্ধ করে পডতে থাকেন) এই দরজা দিয়া জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

[চাষী বাঁদিকের জানলার দিকে যায়। মাস্টার চেয়ারে বসতে না বসতেই জানলায় টোকা পড়ে। মাস্টার উঠে জানলাটা খোলেন—চাষীর মাথা দেখা গেল]

মাস্টার॥ কি চাই তোমার?

চাষী॥ আজ্ঞে! একখান টিকিট।

মাস্টার॥ পরে এসো (জানলা বন্ধ করে দিতে যান)

চাষী॥ কেন বাবু, এটা কি টিকিট ঘর নয়?

মাস্টার॥ টিকিট ঘর এইটাই। তবে এখন খোলা নেই।

চাষী॥ (হতাশ ভাবে) খোলা নেই?

মাস্টার। না—ট্রেন আসবার আধ ঘণ্টা আগে খুলবে। (জানলা বন্ধ করে দেন)

[জানলা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে প্রফেসরকে দেখা যায়। প্রফেসর দরজার কাছে আসে—কিছুক্ষণ ইতঃস্ততঃ করে—প্ল্যাটফর্মের ঘড়িটা দেখে স্টেশন ঘরের দরজা খোলে]

প্রফেসর ॥ নমস্কার মাস্টার মশাই।

মাস্টার ॥ আরে, প্রফেসর মিত্র যে। নমস্কার, নমস্কার। আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।

প্রফেসর ॥ (দরজায় দাঁড়িয়ে) বলছিলাম কি—

মাস্টার ॥ তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন—ভেতরে এসে বলুন না।

প্রফেসর ॥ না—মানে বলছিলাম কি—জিজ্ঞেস করছিলাম যে, প্ল্যাটফর্মের ঘড়িটা কি ফার্স্ট যাচ্ছে ?

মাস্টার ॥ তা যেতে পারে। কখনো ফার্স্ট, কখনো স্লো ঘড়ির ধারাই এই। তা আপনি বসুন না। দাঁড়িয়ে কেন ?

প্রফেসর ॥ না, থাক। আমি আপনার ঘড়িটা দেখতে এসেছিলাম। (দেওয়ালঘড়ির দিকে চেয়ে) তিনটে বারো—অসম্ভব (হাতঘড়ি দেখে)

মাস্টার ॥ আপনার ঘড়িতে কটা এখন ?

প্রফেসর ॥ পাঁচটা বাজতে কুড়ি।

মাস্টার ॥ অ। তাহলে তাই হবে।
(দেওয়াল ঘড়ির মিনিটের কাঁটাটা হাতে করে ঘুরিয়ে দেন) এই করতে করতেই দিন গেল—এই সব ঘড়ি দেখে চললেই হয়েছিল আর কি ?

প্রফেসর ॥ তার মানে ? আপনার ঘড়ি সবসময়েই এরকম ? আপনার চলে কি করে তাহলে ?

মাস্টার ॥ চলে কি করে ? সে আর আপনারা বুঝবেন কি মশাই ? আমার টাইম ঠিক বাঁধা আছে। যখন ৭৪৭ ডাউন যায় তখন বুঝি আটটা বেজেছে। ১১৫ আপ—আটটা কুড়ি। আর যখন ৬৩ আপ আর ৯৭ ডাউন

একসংগে পাশ করে তখন বারোটা বেজে পাঁচ। আর—যখন মিস্ কোকিলা আসেন—তখন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা।

প্রফেসর ॥ আর যদি কোনদিন লেট হয়?

মাস্টার ॥ লেট! মিস্ কোকিলা? এখনো তাঁকে চেনেন নি তাহলে।

প্রফেসর ॥ না না আমি বলছি ট্রেনের কথা। ট্রেন লেট হল কিনা জানেন কি করে?

মাস্টার ॥ তা আমার জানবার দরকারটাই বা কি? লেটই হোক, আর বিফোর টাইমই হোক আমি তো এখানে চব্বিশ ঘণ্টাই হাজির আছি।

প্রফেসর ॥ তাহলেও যেমন ধরুন, আজকের প্যাসেঞ্জারটা কি ঠিক সময়ে আসছে?

মাস্টার ॥ কেন বলুন তো? হঠাৎ প্যাসেঞ্জারের কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আপনি কোথাও যাচ্ছেন, না, কারো আসবার কথা আছে?

প্রফেসর ॥ ঠিক যে কারো আসবার কথা আছে তা নয়। তবে পরেশকে কোলকাতা থেকে একটা জিনিষ আনতে দিয়েছি।

মাস্টার ॥ আমাদের সেণ্ট্রাল স্টোর্সের পরেশ? ও, তাকে তো আজ সকালে কোলকাতায় যেতে দেখলাম।

প্রফেসর ॥ (একটু চঞ্চল ভাবে) তাই নাকি? কিছু কথা হল আপনার সংগে? আজকেই ফিরবে বলল?

মাস্টার ॥ না, কথা ঠিক হয় নি। বডড ঘুম পাচ্ছিল তখন। তবে গিন্নী শুনলাম কি সব যেন আনতে দিয়েছেন। জামার ছিট, ছুঁচ, সুতো আরো কি কি সব। আরে মশাই, মেয়েমানুষের ঝামেলাও বটে। কোলকাতা থেকে আসবে ছুঁচ সুতো। আপনি আছেন বেশ! এ সব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না।

প্রফেসর ॥ (উদ্বিগ্ন ভাবে একবার দেওয়ালঘড়ি দেখে আবার হাতঘড়ি দেখে) মনে হচ্ছে যেন দেরী হবে।

মাস্টার ॥ এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বলুন তো ? জিনিষটা কি খুব জরুরী ?

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ—অনেকটা তাই বটে।

মাস্টার ॥ তাহলে আমি বাজী রেখে বলতে পারি যে, আর কিছু নয়—একখানা বই।

প্রফেসর ॥ (অপ্রস্তুত ভাবে) এঁ্যা-হ্যা—সেই রকমই—

মাস্টার ॥ হুঁঃ। কেমন ধরেছি। তা না হলে আর আপনি হেন মনিষ্যি স্টেশনে এসে বসে আছেন।

প্রফেসর ॥ বইটা খুবই দরকারী বুঝলেন না। তার ওপর অনেক পুরোনো—কোথাও পাওয়া যায় না। ক'মাস আগে বিলেতে অর্ডার দিয়েছিলাম—তা-ও পাই নি। পাবার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। হঠাৎ কাল কোলকাতার একটা পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে চিঠি পেলাম যে ওরা বইটা কোথা থেকে পেয়েছে। তারপরে শুনি যে পরেশও আজই কোলকাতা যাচ্ছে—ভালই হল।

মাস্টার ॥ উঃ বন্য বই পড়ার শখ আপনার মশাই। পড়ে পড়ে অরুচিও হয় না। স্টেশনে আসেন না। চায়ের দোকানে যান না। খেলার মাঠে যান না। সিনেমা দেখেন না। এমন কি কারো বাড়ী গিয়ে কোনোদিন তাস পাশাও খেলেন না। রাতদিন শুধু বই আর বই। কোন জিনিষেরই বাড়াবাড়ি ভাল নয় মশাই। এই বয়েসেই যদি বই মুখে দিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে বুড়ো বয়েসে করবেন কি?

প্রফেসর ॥ বুড়ো বয়েসে! সে তখন দেখা যাবে।

মাস্টার ॥ আর দেখবেন কি! খালি আমি-ই কি একথা বলি ভাবছেন? শহরশুদ্ধু সবাই বলে। এই তো কাল আপনাদের পাড়ার মুনসেফ বাবুই বলছিলেন যে প্রফেসর ছেলেটির সব ভাল। দোষের মধ্যে এত ঘরকুনো যে বলবার নয়। কোকিলা দেবীও তো বলেন—

প্রফেসর ॥ (আবার দুটো ঘড়ি দেখে) মাস্টার মশাই! আমার মনে হয় আপনার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে।

মাস্টার ॥ এ্যাঁ! কেন?

প্রফেসর ॥ আমার ঘড়িতে এখন পাঁচটা বাজতে চোদ্দ।

মাস্টার ॥ তাই-নাকি? (এবারে ঘণ্টার কাঁটা সরিয়ে দেন) ওঃ সময় চলিয়া যায়— নদীর স্রোতের প্রায়—

প্রফেসর ॥ প্যাসেঞ্জারটা আসতে কত দেরী হবে বলুন তো?

মাস্টার ॥ তা দেরী হবে খানিকটা। তার আগে তো এক্সপ্রেসটা যাবে। আপনি বসুন না এখানে। ট্রেনটা দেখুন। বাবুরা সব এই ট্রেনে চন্দন পুর যান ফুর্তি করতে। জানেন তো, ওখানে এখনো একটি বিরাট জুয়ার আড্ডা আছে। আর আনুষংগিক পাঁচ রকম—বুঝছেন তো! দেখুন না। কত সব সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে—আর কি সাজের বাহার! দেখবার জিনিষ!

প্রফেসর ॥ (উঠে পড়ে) না আমার একটু কাজ আছে—সেরে আসি।

[জানলা দিয়ে দেখা যায় বাঁ দিক দিয়ে আতাউল্লা ঢুকছে। দরজার সামনে প্রফেসর আর আতাউল্লা মুখোমুখি হয়। প্রফেসর বাঁ দিকে বেরিয়ে যায়। আতাউল্লা দরজার কাছে দাঁড়ায়]

আতাউল্লা ॥ মাস্টার মশাই, গিন্নীমা পাঁচটা টাকা চাইছেন।

মাস্টার ॥ পাঁ-চ টাকা! (ড্রয়ার খোলেন। ভেতরে দেখে আবার বন্ধ করে দেন) বলগে যাও—আজ হবে না।

আতাউল্লা ॥ আজ্ঞে মাঠাকরুণ বললেন, আজই চাই।

মাস্টার ॥ ভ্যালা বিপদ। চাই বললেই টাকা পাওয়া যায় না কি! কি এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হবে আজ না হলে? কাল তো পয়লা। কাল মাইনের টাকা থেকেই তো মাসকাবারী বাজার করলে হবে।

আতাউল্লা ॥ অত শত আমি জানিনা বাবু। মা বললেন, টাকা নিয়ে আয়

তাই এলাম। আবার আপনি যদি বলেন দেবেন না তো গিয়ে তাই বলছি।

মাস্টার॥ (বিপন্ন ভাবে খানিকক্ষণ মাথা চুলকান। আবার ড্রয়ার খোলেন আবার বন্ধ করেন) য ত্তো সব। আতাউল্লা, তোমার কাছে হবে না? দাও না এখনকার মতন। কাল মাইনে পেলেই দিয়ে দেব।

আতাউল্লা॥ আমি কোত্থেকে দেব মাস্টারমশাই! এই কালকেই না গাড়ীতে কাটা পড়েছে বলে হাঁসের দাম নিলেন!

মাস্টার॥ আমি দাম নিলাম! সরকারী জিনিষ! আইন থাকলে আমি কি করব? আগে আইন, না, আরো কিছু!

আতাউল্লা॥ (সরোক্ষে) হুঁ—তাই বটে। হাঁস মুরগীর আবার আইন!

মাস্টার॥ (পকেট হাতড়ান, আবার ড্রয়ার খোলেন কিছুক্ষণ ভাবেন—তারপর টিকিটের জানলা খুলে ডাকেন) ওহে! কেউ টিকিট নেবে না কি? টিকিট ঘর খুলেছে। (জানলা বন্ধ করে দেন) গেল কোথায় লোকটা? দেখ তো আতাউল্লা। একটু আগে একটা লোক টিকিট কাটতে এসেছিল। (জানলায় টোকা) ঐ এসেছে বুঝি। (জানলা খুলে গম্ভীর ভাবে) কি চাই তোমার?

চাষী॥ একখানা টিকিট আজ্ঞে—থাড কেলাস।

মাস্টার॥ কোথাকার টিকিট?

চাষী॥ আজ্ঞে জোড়াডাঙা। কত টাকা লাগবেন?

মাস্টার॥ জোড়াডাঙা—থার্ড ক্লাস—তিন টাকা বারো আনা—

আতাউল্লা॥ মাস্টার মশাই যা বলে দিয়েছেন পাঁচ টাকার কম হলে হবে না।

মাস্টার॥ ওহে, ভালমানুষের পো, একখানা মামুদপুরের টিকিট নাও না। দাম তো বেশী নয়—মাত্র পাঁচ টাকা চোদ্দ আনা। জোড়াডাঙায় গিয়ে কি করবে?

চাষী ॥ আজ্ঞে, জোড়াডাঙায় আমার খুড়োর দোকান আছে কিনা। সেইখানে কতকগুলো জিনিষপত্তর—

মাস্টার ॥ তা মামুদপুরে খুড়ো কি পিসে কেউ নেই ?

চাষী ॥ কেন থাকবেন না আজ্ঞে। আমাদের জ্ঞাতগোত্তর চাদ্দিকে। আমার বাবার আপন মামাত বোনের ননদের ভাশুরঝির বিয়ে হয়েছে মামুদপুরে। তারা মস্ত লোক মাস্টারমশাই।

মাস্টার। (গম্ভীর ভাবে) তাহলে—মামুদপুর থার্ড ক্লাস একখানা। (টিকিটে ছাপ মেরে) পাঁচ টাকা চোদ্দ আনা।

চাষী ॥ ও কি করলেন মাস্টারমশাই। মামুদপুরের টিকিট কেটে দিলেন ? আমি যে জোড়াডাঙায় যাব।

মাস্টার ॥ তা যাও না বাপু। কে বারণ করছে ? মামুদপুর থেকে ফেরবার সময় জোড়াডাঙা হয়ে এস।

চাষী ॥ মামুদপুরে যাব কেন মাস্টারমশাই ?

মাস্টার ॥ যাবে কেন তা আমি জানি ? এতক্ষণ তো আমার কানের মাথা খাচ্ছিলে। কার আপন ভাশুরঝি আছে—

চাষী ॥ তা থাকল তো কি হল ?

মাস্টার ॥ দেখ বাপু, অত কথা কয়ে সময় নষ্ট কোরো না। টিকিট কাটা হয়ে গেছে—এখন ভাল চাও তো ম্যালাই ভ্যাজ ভ্যাজ না করে টাকাটি টিকিট ফেলে নিয়ে চলে যাও। নৈলে জরিমানা হবে।

চাষী ॥ জরিমানা !

মাস্টার ॥ তা, রেলের যা আইন—

চাষী ॥ (টাকা গুনতে গুনতে) হায়! হায়! কী কুক্ষণে আজ বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। এতগুলান টাকা!

মাস্টার ॥ (টাকা নিয়ে জানলা বন্ধ করে দেন) আতাউল্লা, এই নিয়ে যাও তোমার গিন্নীমার টাকা। (পাঁচ টাকা দেন)

[আতাউল্লা চলে যায়। জানলা দিয়ে মিস্ কোকিলাকে দেখা যায়]

মাস্টার ॥ (চেঁচিয়ে) নমস্কার—কোকিলাদি।

কোকিলা ॥ নমস্কার মাস্টারমশাই।

মাস্টার ॥ (ঘড়ির কাঁটা সরিয়ে ঠিক পাঁচটা করে দেন) উঃ—সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায় (দরজার দিকে এগিয়ে যান) কি গরমটাই পড়েছে কোকিলাদি।

কোকিলা ॥ (ঘরে ঢোকেন) ত। তো আপনার এখানে অনেক ঠাণ্ডা।

মাস্টার ॥ হুঁ—সবে বৈশাখ মাস—কিন্তু গুমোট পড়েছে যেন ভাদ্রমাসের মতন। এমন গরম অনেককাল পড়েনি, কি বলেন কোকিলাদি।

কোকিলা ॥ তা যা বলেছেন। (হঠাৎ) ঐ দেখুন! ঐ দেখুন—আমাদের কলেজের একটা মেয়ে।

মাস্টার ॥ মেয়ে! আপনাদের কলেজের!

কোকিলা ॥ হ্যাঁ—যমুনা—ফার্স্ট ইয়ারের—আসতে না আসতেই একটিকে ধরেছি।

মাস্টার ॥ (বাইরে যান– ফিরে এসে) কেউ নেই প্ল্যাটফর্মে। ও আপনার দেখার ভুল।

কোকিলা ॥ ও! আমার দেখার ভুল? এক্ষণি হাতেনাতে ওকে ধরছি। কতবার বলেছি যে, কলেজের মেয়েরা কেউ বিকেলে স্টেশনে যাবে না। নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছি। তবু রোজ একটি না একটি আসছেই।

মাস্টার ॥ আহা—এখানে কত ঠাণ্ডা। তাই আসে।

কোকিলা ॥ রেখে দিন। জানা আছে কেন আসে। আসে ঐ চন্দনপুরযাত্রী শহুরে বাবুদের দেখতে। এই চন্দনপুরের গাড়িটি হয়েছে একটি পদস্খলনের সোপান—

মাস্টার ॥ হ্যালো—হ্যাঁ—ফার্স্ট লাইনে—ঠিক আছে। ছেড়ে দেন। ট্রেন আসছে (ক্যাপটা নিয়ে মাথায় পরেন—প্লাটফর্মে বেরিয়ে যান)

[ট্রেনের শব্দ এগিয়ে আসে। কোকিলা বেরোতে গিয়ে থেমে যান—এক পা পিছিয়ে আসেন, দরজার দিকে চোখ রেখে ওৎ পেতে থাকেন। ট্রেনের শব্দ—হুইশল্—মাস্টারকে একবা' দেখা যায়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ। শুধু দূব থেকে ট্রেনের আওয়াজ আসছে। মাস্টার জানলার ডানদিক থেকে বাঁদিকে চলে যান]

কোকিলা ॥ (প্ল্যাটফর্মের দিকে এক পা এগিয়ে) যমুনা! (কঠিন স্বরে) দাঁড়াও যমুনা—এদিকে এসো—এসো—এ দিকে এসো। কানে শুনতে পাও না? (জানলা দিয়ে একটি মেয়েকে দেখা যায়, ভীত, ত্রস্ত, কোকিলা আঙুলে সংকেত করে ডাকতে থাকেন। ডানদিকে আতাউল্লাকে দেখা যায়। কোকিলা মেয়েটিকে ভেতরে আসতে ইংগিত করেন) ভেতরে এস, শুনতে পাচ্ছো না? (যমুনা ভেতরে আসে, কোকিলা দরজা বন্ধ করে দেন) কি দরকার তোমাব এখানে?

যমুনা ॥ (অর্ধমৃত ভাবে) কোকিলাদি দেখুন—

কোকিলা ॥ চুপ কর। কোন কথা শুনতে চাই না তোমার। (দরজা খুলে প্রফেসর ঢুকতে যায়) এই যে প্রফেসর মিত্র। আসুন, দেখুন, আপনিও দেখুন, নিজের চোখে দেখে যান।

প্রফেসর ॥ (ভেতরে ঢোকে) কি দেখব! কি হয়েছে!

কোকিলা ॥ তা-ও জিজ্ঞেস করছেন? কি হয়েছে? বলি, কি হতে আর বাকী আছে? একটু আগে চন্দনপুরের গাড়ীটা যাবার সময়ে দেখি এই ভদ্রমহিলা প্লাটফর্মে ঘুরঘুর করছেন।

প্রফেসর ॥ হয়তো জানতনা যে তখনই—

যমুনা ॥ (আশান্বিত হয়ে) দেখুন না স্যার।

কোকিলা ॥ চুপ! (প্রফেসরকে) জানত না! জানত না মানে? জানতে না যমুনা? নোটিশ বোর্ডে কাল নোটিশ ঝুলিয়ে দিই নি? তোমরা সেটা

পঁচাত্তর বার খাতায় কপি কর নি? ইউনিয়নের মিটিঙে আমি এই নিয়ে লেকচার দিই নি? বল যমুনা কি লেখা ছিল সেই নোটিশে?

যমুনা। (পড়া বলার মত স্বরে) কলেজের সর্বশ্রেণীর ছাত্রীদিগকে এতদ্দ্বারা দিনে অথবা সন্ধ্যায় স্টেশনে বেড়াইতে নিষেধ করা যাইতেছে বিশেষতঃ—

কোকিলা॥ বিশেষত:— ?

যমুনা॥ চন্দনপুরের ট্রেনগুলি যাইবার সময় যেন কোনক্রমেই কেহ স্টেশনে না থাকে।

কোকিলা॥ (বিজয়গর্বে) তবে? তা সত্ত্বেও কেন এসেছ?

যমুনা॥ কোকিলাদি!

কোকিলা॥ চুপ! আবার মুখের ওপর কথা!

প্রফেসর॥ আহা! জিজ্ঞেস যখন করছেন উত্তরটা দিতে দিন।

কোকিলা॥ উত্তর! উত্তর আবার কি দেবে? আচ্ছা, ঠিক আছে, দাও কি উত্তর দেবে।

যমুনা॥ দেখুন না কোকিলাদি—বাবা বললেন চন্দনপুরের গাড়ীতে—মানে বাবা ঠিক নয়—মা বললেন যে আমার এক মামা যাবেন—তাই তাঁকে একটু মিষ্টি—না মিষ্টি নয়—একটা চিঠি—

প্রফেসর॥ থাক, আর অত কষ্ট করতে হবে না। আমি বলছি তুমি কেন এসেছ। স্টেশনে আসতে ভাল লাগে। ট্রেন দেখতে ভাল লাগে—তাই এসেছ। তাই না? (যমুনা কেঁদে ফেলে)

কোকিলা॥ কাঁদ যমুনা কাঁদ। কাঁদবার দিনই এসেছে। যাক, কাল গভর্নিং বডির মিটিং আছে। তার পরে আমার সংগে দেখা কোরো। কাঁদবার মতন খবরই পাবে।

যমুনা॥ (কাঁদতে কাঁদতে) কোকিলাদি, সত্যি বলছি—

কোকিলা॥ আর লোক হাসিও না যমুনা। যাও এখান থেকে। (যমুনা দরজার দিকে এগোয়) সোজা বাড়ি যাবে। কোন দিকে তাকাবে না।

কাল সকালে দেখা যাবে যমুনা হালদার, তোমার কি হয়। (যমুনা চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়) দেখলেন তো প্রফেসর মিত্র।

প্রফেসর ॥ (শান্তভাবে) দেখলাম।

কোকিলা ॥ কী scandal! কী indiscipline! আর আমি যখন মিটিঙে চেঁচাই যে কলেজের discipline উচ্ছন্নে যাচ্ছে, মেয়েরা যা প্রাণ চায় তাই করছে—তখন আপনারা সব মুখ বুজে বসে থাকেন।

প্রফেসার ॥ কোকিলা দেবী আপনি—

কোকিলা ॥ (আগের জের টেনে) আপনি তখন বসে বসে আপনার তারা আর ধূমকেতুর চিন্তা করেন।

প্রফেসর ॥ কোকিলা দেবী। আপনি একটা তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে এরকম করছেন।

কোকিলা ॥ তুচ্ছ জিনিষ! আপনি বলছেন কি প্রফেসর মিত্র? এটা তুচ্ছ হল? এ তো চরম উচ্ছৃংখলতা।

প্রফেসর ॥ উচ্ছৃংখলতা?

কোকিলা ॥ নিশ্চই। উচ্ছৃংখল লোকেদের দেখাও যা উচ্ছৃংখলতা করাও তাই। একই প্রবৃত্তি। আচ্ছা আপনিই বলুন না, এই মেয়েটা স্টেশনে এসেছিল কি করতে?

প্রফেসর ॥ (এক মুহূর্ত থেমে) আচ্ছা, কোকিলা দেবী আপনি কখনো সমুদ্র দেখেছেন?

কোকিলা ॥ (হতবুদ্ধি হয়ে) সমুদ্র? কেন?

প্রফেসর ॥ দেখুন আমাদের এই ছোট শহরে—স্টেশনটা যেন একটা সমুদ্রের বন্দরের মতন। এখানে যেন বাইরে থেকে ভেসে আসে এক অজানা সুদূরের হাতছানি। এখানে এলেই আমাদের অন্তরে নিজের অলক্ষ্যে জেগে ওঠে এই গণ্ডীর বাইরে চলে যাবার, পালিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা

কোকিলা ॥ পালিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা? কোথায়?

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY
44093
21-5-66
AGARTALA
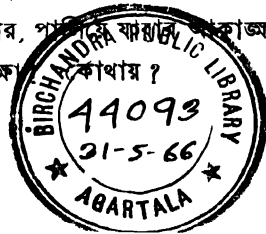
প্রফেসর ॥ কি জানি—তবে অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে।

কোকিলা॥ (কঠিন স্বরে) প্রফেসর মিত্র, আপনি যদি আপনার ক্লাসে ছাত্রীদের এইসব শিক্ষা দেন—তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে—

[হুইশল্ ও ট্রেন ছাড়ার শব্দ]

মাস্টার ॥ (মুহূর্তের জন্য চৌকাঠের কাছে এসে) কোলকাতা থেকে প্যাসেঞ্জার আসছে।

প্রফেসর ॥ (উত্তেজিত) আসছে ? (তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যায়)

কোকিলা ॥ (আপন মনে) অজানা সুদূর—পালিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা। এসব তো ভাল কথা নয়। (বেরিয়ে যান)

[ট্রেন আসা ও যাবার শব্দ—আতাউল্লাকে দেখা যায়, চাষাকে ছুটতে দেখা যায়—থার্ড কেলাস-থার্ড কেলাস বলতে বলতে। প্রফেসরের গলা—পরেশ পরেশ কোথায় গেল— ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ। মাস্টার ঢোকেন]

মাস্টার ॥ একটা গেল। এবার চন্দনপুর থেকে যে ট্রেনটি আসছে, সেটি ভালয ভালয় পাশ কবিয়ে দিলেই আজকের মত চুকল।

[মাস্টার টুপি খুলে পেরেকে রাখেন। প্ল্যাটফর্মে লোকজন যাওয়া আসা করে, দুহাত ভর্তি বোঝা নিয়ে পরেশ দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়]

পরেশ ॥ পেন্নাম হই মাস্টার মশাই। গিন্নীমা যা যা বলেছিলেন সব নিয়ে এসেছি (বলতে বলতে ভেতরে ঢোকে) তা আপনার কাছেই দিয়ে যাই। (থলের ভিতর দেখতে দেখতে) এখন খুঁজে পেলে হয়।

মাস্টার ॥ কোলকাতার কি খবর হে পরেশ ?

পরেশ ॥ (জিনিষ বাছতে বাছতে) গরম। জঘন্য গরম !

মাস্টার ॥ এখানকার মতন ?

পরেশ ॥ কি যে বলেন ? এখানে তো স্বর্গ ! ভূস্বর্গ। (থলে থেকে একটা মোড়ক বার করে)

মাস্টার ॥ এইটাই কি আমার গিন্নীর নাকি ?

পরেশ ॥ না, না—এটা মিত্র বাবুর—প্রফেসরের।

মাস্টার ॥ তাই নাকি ? (দরজার কাছে গিয়ে এদিকে ওদিক চান) তিনি তো এতক্ষণ তোমার জন্যে এখানেই বসেছিলেন। মিত্র মশাই ! ও মিত্র মশাই। দেখ্ তো আতাউল্লা গেলেন কোথায় ভদ্রলোক। (ঘরের ভেতর ফিরে আসেন)

পরেশ ॥ (চুপি চুপি) মাস্টার মশাই, বলুন তো এর মধ্যে কি আছে ?

মাস্টার ॥ বই একখানা আর কি ?

পরেশ ॥ বই-ই বটে। কিন্তু কিসের বই কে জানে ? (রহস্যপুর্ণ স্বরে) দাম কত জানেন ?

মাস্টার ॥ কত ?

পরেশ ॥ দু-শো বা-ইশ টাকা।

মাস্টার ॥ বল কি পরেশ ? অসম্ভব !

পরেশ ॥ এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি মাস্টার মশাই। কাল সন্ধ্যায় মিত্র বাবু এসে গুনে গুনে আমার হাতে দিলেন দুখানি একশ টাকার, দুখানি দশ টাকার আর দুখানি এক টাকার নোট। ব্যাপার কি বলুন তো ? একখানা বইয়ের দাম দুশো বাইশ টাকা।

মাস্টার ॥ তাই তো—দুশো বাইশ টাকা !

[প্রফেসর ঢোকে]

প্রফেসর ॥ (ব্যস্ত ভাবে) ওঃ পরেশ, তুমি এখানে। আমি ভাবলাম, বুঝি আসই নি।

পরেশ ॥ হ্যাঁ, তাও কি হয় স্যার।

প্রফেসর ॥ আমি তো তোমাকে প্ল্যাটফর্মে খুঁজে পেলাম না। তা—এনেছ ?

পরেশ ॥ (মোড়কটা দিয়ে) এনেছি বই কি স্যার। এই নিন।

প্রফেসর ॥ (মোড়কটি হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে) ওঃ

পরেশ কি বলে তোমাকে ধন্যবাদ দেব? (বাঁদিকে জানলার ধারে গিয়ে আলোতে মোড়কটা খুলে একটা পুরোনো বাঁধানো বই বার করে তাড়াতাড়ি পাতা ওল্টায়। কি যেন খোঁজে। মাস্টার আর পরেশ মুখ চাওয়াচায়ি করে)

পরেশ ॥ (আর একটা মোড়ক বার করে) এই নিন মাস্টার মশাই গিন্নীমার জিনিষ। এবার চলি। ওঃ অনেক মাল আজ।

মাস্টার ॥ (দরজার কাছে গিয়ে) আতাউল্লা, পরেশের মালগুলো একটু ধরাধরি করে রিকসায় তুলে দাও তো হে! (আতাউল্লা বাঁদিক থেকে এসে মাল নিয়ে আবার বাঁদিক দিয়েই বেরিয়ে যায়। ডান দিক দিয়ে কোকিলা দেবী ঢোকেন)

পরেশ ॥ নমস্কার কোকিলাদি। কাল একবার দয়া করে দোকানে পায়ের ধুলো দেবেন। অনেক নতুন জিনিষ এনেছি।

কোকিলা ॥ কি! তোমার দোকানে আমি যাব। সেবার নিয়ে আট বার তুমি আমার মেয়েদের কাছে লিপস্টিক বেচেছ।

পরেশ ॥ এই দেখুন। আমার হল ব্যবসা। আপনার মেয়েরা চায় তো আমি কি করব।

কোকিলা ॥ চাওয়া বার করছি। তোমার কথাও আমি গভর্নিং বডির মীটিঙে তুলব।

পরেশ ॥ তা সে আপনার খুশি। আমি তো আর তা বলে খদ্দেরকে ফেরাতে পারব না। তাহলে তো ব্যবসাপাট তুলে দিতে হয়। আচ্ছা চলি মাস্টারমশাই। মিত্র বাবু, আসবেন না কি স্যার? ধরে যাবে একরকম করে।

প্রফেসর ॥ (বই এর মধ্যে ডুবে গেছে—প্রথমে কিছুই শোনে না—তারপরে যেন ঘুম থেকে ওঠে) এ্যা! (শূন্য দৃষ্টিতে একবার চেয়ে আবার ডুবে যায়। মাস্টার ও পরেশ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে)

পরেশ ॥ চলি মাস্টারমশাই। (বাঁদিক দিয়ে চলে যায়)

কোকিলা ॥ মাস্টারমশাই, আপনাকে একটা কথা বলবার জন্যে ফিরে এলাম।

মাস্টার ॥ বলুন।

কোকিলা ॥ যদি আমাদেব কলেজের আর কোন মেয়েকে এখানে দেখেন, তার নামটা জিজ্ঞেস করে রাখবেন।

মাস্টার ॥ তা আপনিই আর একটু বসে যান না। চন্দনপুব থেকে যে গাড়ীটা আসছে সেটা দেখে যান।

কোকিলা। নাঃ অন্ধকার হয়ে আসছে। আমি যাই। (যেতে যেতে) মিত্র ওখানে বসে কি করছে? প্রফেসর মিত্র, শহরের দিকে আসবেন না কি ?

(প্রফেসর শুনতে পায় না)

মাস্টার ॥ (চুপি চুপি) কোকিলাদি, প্রফেসরের হাতে ওটা কি বই আপনি কিছু জানেন ?

কোকিলা ॥ (তাচ্ছিল্যভরে) আমি কি করে জানব ? কেন ?

মাস্টার। জানেন, ঐ বইটা মিত্তির কত টাকা দিয়ে কিনেছে ? (একটু চুপ করে থেকে) দুশো বাইশ টাকা। পবেশকে দিয়ে কোলকাতা থেকে আনিয়েছে।

কোকিলা ॥ (আশ্চর্য হয়ে) এ্যাঁ ! বলেন কি ! ভেতরে নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার আছে। জিজ্ঞেস করতে হবে তো।

মাস্টার ॥ না না আপনি কিছু বলবেন না। আমি ভাল কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে বার করে নেব।

কোকিলা ॥ আচ্ছা। আমারও দেরী হয়ে যাচ্ছে। কালকের মিটিঙেই নাহয় দেখা যাবে। কলেজে তো হুলুস্থুল পড়ে যাবে।

মাস্টার ॥ বলেন কি কোকিলাদি, শুধু কলেজ ! জানাজানি হলে তো সারা শহরে হুলুস্থুল পডবে। একটা বইয়ের দাম দুশো বাইশ টাকা —আর তাও কিনছে ওর মতন অবস্থার লোক। নিশ্চই কোনো ব্যাপার আছে।

কোকিলা ॥ ঠিক বলেছেন আপনি। কিন্তু এখন তো আর সময় নেই। আমি চলি। (বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে যান—বেরোতে বেরোতে) দুশো বাইশ টাকা!

[প্রফেসর খোলা জানলার ধারে বসে পড়ছে—বাহ্যজ্ঞানশূন্য। বাইরে আলো অনেক কমে গেছে]

মাস্টার ॥ (কিছুক্ষণ প্রফেসরের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে নাড়া দেন—যেন কাউকে ঘুম থেকে তুলছেন) মিত্র বাবু, আলোটা জ্বালিয়ে দেব ?

প্রফেসর ॥ (চমকে উঠে) এ্যাঁ ?

মাস্টার ॥ আলোটা জ্বেলে দিই। অন্ধকার হয়ে গেছে।

প্রফেসর ॥ না থাক। বাড়ি যাই।

মাস্টার ॥ কেন, যাবেন কেন ? এখানেই বসুন না—এখন তো আর কোন হট্টগোল নেই।

প্রফেসর ॥ (বইটা হাতে নিয়ে) না, অনেক কাজ আছে। অনেক জিনিষ পড়তে হবে।

মাস্টার ॥ আমিও তো তাই বলছি। আলোটা জ্বালিয়ে দিই, এখানে বসে বসে পড়ুন। কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না। (লণ্ঠন জ্বালিয়ে টেবিলে রাখেন) এই নিন বসুন এখানে। আর একটু পরে মেলটা পাশ করিয়ে দিয়ে তো আমিও যাব—একসংগেই যাওয়া যাবে।

[প্রফেসর অস্থির ভাবে একবার যেতে চায়, আবার যেন আলোর আকর্ষণে পড়ে আলোর কাছে এসে বসে—আবার বই খোলে—ব্যস্তভাবে পাতা ওল্টায়।]

মাস্টার ॥ (দরজার কাছে গিয়ে) আতাউল্লা, প্ল্যাটফর্মে আলোটা জ্বালিয়ে দাও। এখনি মেল ট্রেন আসবে। (ফিরে এসে প্রফেসরের পিছনে দাঁড়িয়ে বইটা দেখেন) বাঃ বইটি তো ভারী সুন্দর!

প্রফেসর ॥ (চমকে উঠে) কি বললেন ?

মাস্টার ॥ বলছি যে, আপনার বইটি খুব সুন্দর।

প্রফেসর ॥ না, না, সুন্দর আর কি—পুরোনো বই।

মাস্টার ॥ তাই তো বলছি—বই হল গিয়ে ঐ আপনার নেশার মতন। যত পুরোনো, তত ভাল। আমারও একখানা বই আছে—অনেক পুরোনো। আরব্য-উপন্যাস। কি সব ছবি ! আপনার খানায় ছবি আছে ?

প্রফেসর ॥ না, ছবি ঠিক নেই। কতকগুলো map—কতকগুলো diagram—

মাস্টার ॥ আচ্ছা মিত্র মশাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করব কিছু মনে করবেন না ?

প্রফেসর ॥ কি কথা ?

মাস্টার ॥ আপনি নাকি এই বইটা দুশো বাইশ টাকা দিয়ে কিনেছেন ? সত্যি ?

প্রফেসর ॥ (সহজভাবে) হ্যাঁ।

মাস্টার ॥ এত দাম ?

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ—দামটা একটু বেশী বটে—তবে কি করব ? বললুমই তো আপনাকে বইটা বিশেষ দরকারী। ঐ জন্যে একটু ধারও হয়ে গেছে। তবে কাল তো পয়লা—মাইনে পেলেই শোধ করে দেব।

মাস্টার ॥ আচ্ছা, বইটা এত দাম দিয়ে কিনলেন কেন ? কি এমন দরকার ?

প্রফেসর ॥ (উঠে পড়ে) সে আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না মাস্টারমশাই। রাত হয়ে যাচ্ছে। আমি চলি।

মাস্টার ॥ আরে বসুন না ভাই একসংগেই যাব। এই মেলটা গেলেই অফিস বন্ধ করে বাড়ি যাব।

প্রফেসর ॥ বন্ধ করে মানে ?

মাস্টার ॥ ঐ আর কি—কথার কথা। রাত এগারটা পঁয়ত্রিশ অবধি তো আর কোন ট্রেন নেই। তারপরে অনন্ত লাইনম্যান থাকবে'খন।

[বাইরে অন্ধকার—প্রায় কিছুই দেখা যায় না। আতাউল্লার ছায়া দেখা যায়—একটা কাঠ জ্বালিয়ে এনে প্ল্যাটফর্মের বাতিটা জ্বেলে দেয়]

মাস্টার ॥ (দরজার কাছে গিয়ে) আতাউল্লা বাতি মুছেছ ?

আতাউল্লা ॥ (আলো জ্বালাতে জ্বালাতে) আজ্ঞে মুছেছি।

মাস্টার ॥ তেল ঠিক আছে কিনা দেখেছ ?

আতাউল্লা ॥ আজ্ঞে দেখেছি, সকাল অবধি যাবেন।

মাস্টার ॥ হাঁসগুলো ঘরে ঢুকিয়েছ ?

আতাউল্লা ॥ আজ্ঞে ঢুকিয়েছি।

মাস্টার ॥ গুণে দেখেছ ? সব ঠিক আছে ?

আতাউল্লা ॥ আজ্ঞে যেটিকে আজ দুপুরে আপনি খেয়েছেন আর আমি জরিমানা দিয়েছি, শুধু সেইটিই নেই। আর সব কটি আছেন।

মাস্টার ॥ (তাড়াতাড়ি কথা চাপা দিতে চান) বেশ, বেশ, ঠিক আছে।

[ট্রেনের হুইশ্‌ল্ শোনা যায়]

আতাউল্লা ॥ মাস্টারমশাই, মেল আসছে।

মাস্টার ॥ (মাথায় টুপি পরেন) মিত্রবাবু, মেল আসছে, দেখবেন নাকি ?

প্রফেসর ॥ (বই থেকে মুখ তুলে) কি বললেন ?

মাস্টার ॥ বলছি, চন্দনপুর থেকে গাড়ী আসছে—দেখবেন তো আসুন।

প্রফেসর ॥ (অন্যমনস্ক ভাবে) আচ্ছা মাস্টারমশাই আপনার কাছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে ?

মাস্টার ॥ কিসের গেলাস ?

প্রফেসর ॥ ম্যাগনিফাইং—মানে রিডিং গ্লাস আছে ?

মাস্টার ॥ না মশাই, স্টেশনে ওসব আসবে কোথ্‌থেকে !

প্রফেসর ॥ ও, নেই ? তা কাগজ হবে একটুকরো ?

মাস্টার ॥ কাগজ ? হ্যাঁ—তা যত চান। (ড্রয়ার থেকে খান কতক কাগজ বার করে) এই নিন। আমি যাই, গাড়ীটা পাশ করিয়ে দিয়ে আসি। আপনি বসুন।

প্রফেসর ॥ দেরী হবে কি আপনার ?

মাস্টার ॥ (যেতে যেতে) না—না এতো আর থামবে না এখানে। কেউ নামবে না—উঠবে না। খালি পাশ করিয়ে দিয়েই—

[প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে যান। প্রফেসর গভীর মনোযোগে বই-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে। কখনো ভুরু কোঁচকায়—কখনো ব্যস্ত হয়ে নোট করে। ট্রেনের শব্দ জোরালো হয়। হুইশ্‌ল্—চাকার শব্দ —হঠাৎ ট্রেন থামার শব্দ পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ নিঃস্তব্ধ। পায়ের শব্দ। তারপর দরজার কাছে টিকিট চেকারকে দেখা যায়]

চেকার ॥ স্টেশন মাস্টারমশাই।

[প্রফেসর মুখ তুলে শূন্য দৃষ্টিতে চায়]

মাস্টার ॥ (জানলার কাছে ছুটে এসে) এই যে আমি—কি হয়েছে ?

[চেকার এগিয়ে যায়]

চেকারের গলা ॥ ভারী মুশকিল হয়েছে। একটি মেয়ে টিকিট না কেটে ট্রেনে উঠেছে, টাকা তো দেবেই না। কোথা থেকে উঠেছে, কোথায় যাবে তাও বলছে না।

মাস্টার ॥ কোথায় সে ?

চেকারের গলা ॥ ঐ যে ওখানে। গার্ড সাহেবকে বলে নামিয়ে এনেছি। শুনুন, আসুন তো এখানে।

মাস্টারের গলা ॥ এই যে স্টেশন ঘরে আসুন। আলোয় আসুন।

[অন্ধকারে একটা সাদা মূর্তি দেখা যায়। একটি সুন্দরী তরুণী সাদা শাড়ী, সাদা হাতকাটা চোলি পরা—একহাতে একটা সাদা ব্যাগ—

অন্যহাতে জাপানী পাখা। প্রফেসর চমকে ওঠে। এতক্ষণে সত্যি সত্যি মুখ তুলে চায়]

অজানা মেয়ে ॥ (ঘরে ঢুকতে ঢুকতে) আমাকে নামালেন কেন ? কি চান আপনারা ?

মাস্টার ॥ (চেকারের পেছনে পেছনে ঢোকেন) আপনার টিকিটের দামটা শুধু—আর জরিমানা।

অজানা ॥ আমি তো বলেইছি যে আমার কাছে টাকা নেই।

মাস্টার ॥ টাকা নেই তো ট্রেনে উঠেছেন কেন ? টিকিট না কেটে ট্রেনে উঠলে জরিমানা দিতে হয় জানেন না ?

অজানা ॥ কেন ? এত লোক যাচ্ছে আর আমি একখানা টিকিট না কাটলে কি এমন ক্ষতি হবে ? আমার জন্যে তো আলাদা করে কিছু করতে হচ্ছে না।

মাস্টার ॥ দেখুন, আপনি যদি এরকম অবুঝের মতন কথা বলেন, তাহলে আপনার সঙ্গে তর্ক করে আমরা সময় নষ্ট করতে পারব না। ট্রেন এখানে থামবার কথা নয়। আপনার জন্যে বাধ্য হয়ে থামাতে হয়েছে। আপনি টাকা দেবেন, না, না ?

প্রফেসর ॥ (এগিয়ে এসে) তা টাকা না থাকলে—

মাস্টার ॥ টাকা না থাকলে বাড়ীতে থাকবে। বেড়াবার দরকার কি ? চেকার সাহেব, ইনি কোন ক্লাসে যাচ্ছিলেন ?

চেকার ॥ ফার্স্ট ক্লাস। একখানা পুরো লেডীজ কামরা দখল করে বসে ছিলেন। কাউকে ঢুকতে দেবেন না।

অজানা ॥ সে আমার মাথা ধরেছিল বলে।

চেকার ॥ চমৎকার ! টিকিট ছাড়া ফার্স্ট ক্লাসে ট্রাভেল করেন, তার ওপর মাথাও ধরে। ওঃ অলরেডি চার মিনিট লেট হয়ে গেল। (প্রস্থানোদ্যত)

অজানা ॥ আপনি কি আমাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছেন ?

মাস্টার ॥ তা টাকা কড়ি না দিলে তো আপনাকে নামাতেই হবে।

অজানা ॥ তার মানে! এই সন্ধ্যেবেলা আমাকে জংগলের মধ্যে নামিয়ে আপনারা তিন জন পুরুষ মানুষ—। আপনারা কি আমাকে প্রাণে মারতে চান ?

মাস্টার ॥ দেখুন, যা তা বলবেন না।

চেকার ॥ (জনান্তিকে মাস্টারকে) মাথার দোষ আছে বোধহয়! কি করি বলুন তো।

মাস্টার ॥ (অজানাকে) আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আপনার একটা জবাববন্দী নিয়ে তারপর না হয়—

অজানা ॥ (ভয়ে ও সন্দেহে) তাহলে কি করতে হবে বলুন তাড়াতাড়ি।

মাস্টার ॥ এই যে বসুন এখানে (চেয়ার দেয়)

[অজানা ভয়ে ভয়ে দরজা ছেড়ে এসে বসে। মাস্টার চেকারকে ইঙ্গিত করে। চেকার চলে যায়]

প্রফেসর ॥ মাস্টার মশাই এসব কি করছেন ?

মাস্টার ॥ প্রফেসর মিত্র, আপনি এর মধ্যে interfere করবেন না। এটা আইন। (চেকার নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়) বসুন এখানে।

প্রফেসর ॥ ওঃ ভগবান!

মাস্টার ॥ (থামতে ইংগিত করে) এইবার কাগজ কলম আনি। আমি লিখছি। আপনি শুধু সই করে দিন।

অজানা ॥ যা করবার করুন তাড়াতাড়ি। (ট্রেন ছেড়ে দিল—অজানা প্রথমে বুঝতে পারে নি—হুইশ্‌ল্ শুনে চমকে ওঠে) একি ? (ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ। অজানা লাফিয়ে ওঠে। দরজার দিকে ছুটে যায়।) একি হল ? (বাইরে ছুটে যায়) থামান, থামান (হুইশ্‌লের শব্দে গলায় স্বর ডুবে যায়। কিছুক্ষণ পরে ক্লান্ত, হতাশ ভাবে আবার দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দুজনের দিকে দেখে। মাস্টারকে লক্ষ্য করে) ছি ছি ছি! এ কি করলেন আপনারা ?

মাস্টার ॥ আমি কি করব বলুন ? কর্তব্য ! আইন !

অজানা ॥ চলে গেল ট্রেনটা !

মাস্টার ॥ তা গেলেই বা। আপনার জবানবন্দীটা ধীরে সুস্থে সেরে ফেলি আসুন। তারপর অন্য ট্রেনে চলে যাবেন। আপনার নাম ধাম বয়সে ইত্যাদি বলুন।

[অজানা নিরুত্তর—যেন কিছুই শুনতে পায় নি]

মাস্টার ॥ উত্তর দিচ্ছেন না কেন ? বলুন আপনার নাম কি ?

অজানা ॥ আঃ আমাকে বিরক্ত করবেন না।

প্রফেসর ॥ মাস্টার মশাই, সংগে হয়ত কার্ডটার্ড কিছু থাকলেও থাকতে পারে। আছে নাকি আপনার কাছে ?

অজানা ॥ (ক্লান্ত ভাবে ব্যাগটা বাড়িয়ে দেয়) জানি না। দেখুন।

[প্রফেসর ব্যাগটা নিয়ে আলোর কাছে যায়। মাস্টারও আসেন। প্রফেসর একটা একটা করে জিনিষ বার করে]

প্রফেসর ॥ একটা সেণ্টের শিশি, একটা রুমাল, একটা আয়না, একটা লিপস্টিক বাস্। (ব্যাগটা উপুড় করে ধরে)

মাস্টার ॥ আর কিছু নেই ?

প্রফেসর ॥ না। এক টুকরো কাগজও না। একটা পয়সাও না।

মাস্টার ॥ (কিছুক্ষণ ভেবে) তাহলে যদি ইনি কিছু না বলেন তো আমি দারোগা বাবুকে খবর দিই। গতিক ভাল ঠেকছে না।

প্রফেসর ॥ (অজানার দিকে চেয়ে) শুনছেন—আপনাকে বলছি। আপনার ভালর জন্যেই বলছি। দয়া করে উত্তর দিন। আপনি কে ? কোথা থেকে আসছেন ? কোথায় যাচ্ছেন ?

অজানা ॥ (চোখ তুলে শূণ্য দৃষ্টিতে চায়। উঠে দাঁড়ায়) আপনাদের কিছু করতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি (হঠাৎ দরজার দিকে এগোয়)

আমি লাইনের ওপর পড়ে আত্মহত্যা করব। (দ্রুত বেরিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়)

মাস্টার ॥ এ যে বদ্ধ পাগল।

প্রফেসর ॥ কিন্তু যদি কিছু হয়ে যায়। শুনুন —

মাস্টার ॥ ঘাবড়াবেন না। এখন কোন ট্রেন নেই।

প্রফেসর ॥ (প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে যায়) শুনুন! শুনছেন! (ফিরে আসে) গেল কোথায়! কি অন্ধকার! কিছু দেখা যাচ্ছে না।

মাস্টার ॥ অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? বললাম না, এখন কোন ট্রেন নেই। (চেঁচিয়ে) আতাউল্লা দেখ দিকি লাইনের ওপর—একটি মেয়েছেলে আছেন না কি?

আতাউল্লার গলা (দূর থেকে) ॥ লাইন ছেড়ে! লাইন ছেড়ে!

মাস্টার ॥ (গন্ধ শোঁকেন) ওঃ সেন্টের গন্ধে সারা ঘরটা ভরে গেছে। এখন একবার আমার গিন্নী এলেই একেবারে ষোলকলা পূর্ণ হয় (একটু পরে) মিত্র বাবু, কাপড় জামার বাহার দেখেছেন? এ একেবারে অন্য জগতের জীব মশাই!

প্রফেসর ॥ অপূর্ব সুন্দরী। শুধু যেন মারা না পড়ে–

মাস্টার ॥ আপাততঃ সম্ভব নয়। কেননা কোন গাড়ি নেই। ওঃ আপদও বটে, আমার ঘাড়েই যত সব। কেন রে বাপু পলাশপুরে নামাতে পারলি না?

প্রফেসর ॥ আপনারই তো দোষ। আপনার ছেড়ে দেওয়াই উচিত ছিল। আপনি আটকালেন কেন?

মাস্টার ॥ আরে আমি না আটকে কি করব? আমি তো আইনের হাত ধরা। আর কেনই বা ছেড়ে দেবে? যেহেতু চন্দনপুর থেকে আসছে, যেহেতু সুন্দরী, যেহেতু ভাল কাপড় জামা পরেছে, সেহেতু আমার স্টেশন নিয়ে যা মুখে আসে তাই বলবে! এ্যাঁ? ট্রেন নিয়ে ছেলে খেলা! আইন নেই?

প্রফেসর ॥ কিন্তু যদি সত্যিই আত্মহত্যা করে ?

মাস্টার ॥ তাহলে আমাকেও মেরে রেখে যাবে। রিপোর্ট, এংকোয়্যারি—ওঃ কি নয় ?

আতাউল্লা ॥ (কণ্ঠস্বর আরো নিকটে) লাইন ছেড়ে।

মাস্টার ॥ (দরজার কাছে গিয়ে) পেলে ?

আতাউল্লা ॥ এই যে এখানেই আছেন মাস্টার মশাই। লাইনের ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন।

প্রফেসর ॥ (ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যায়) কোথায় ? শুনছেন ?

মাস্টার ॥ (দরজার কাছ থেকে) শুনছেন ! বলি, নামটাও জানি না ছাই। শুনুন—এইখানে আলোয় এসে বসুন। মিছিমিছি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কষ্ট করছেন। রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশ অবধি কোনো ট্রেন আপনাকে চাপা দিতে আসবে না।

[অজানা ঢোকে। পেছনে পেছনে প্রফেসর]

অজানা ॥ কি চান আপনারা ? আবার আমাকে ডেকে আনলেন কেন ?

মাস্টার ॥ দেখুন, এখানটা কি লাইনের চেয়ে ভাল নয় ? চেয়ার আছে, বাতি আছে।

প্রফেসর ॥ দেখুন আমরা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী।

অজানা ॥ সে তো দেখতেই পাচ্ছি (ক্লান্ত ভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ে)

মাস্টার ॥ (কাগজ কলম নিয়ে) এবারে বলুন—আপনার নাম ?

অজানা ॥ আবার শুরু করেছেন ?

প্রফেসর ॥ দেখুন আপনাকে সাহায্য করার জন্যেই আমরা—

অজানা ॥ আপনাদের সাহায্যে আমার দরকার নেই।

প্রফেসর ॥ আচ্ছা বেশ। আপনি যখন এতই ক্লান্ত বোধ করছেন, আপনাকে আর আমরা কোন প্রশ্ন করব না।

মাস্টার ॥ সে কি ? তাহলে statement এর কি হবে ?

প্রফেসর ॥ রাখুন আপনার statement! (অজানাকে) আচ্ছা, আপনি বোধহয় চন্দনপুর থেকে আসছেন। তাই না? (অজানা সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ে) আর বোধ হয় কোলকাতা যাচ্ছেন?

অজানা ॥ বোধ হয় তাই।

প্রফেসর ॥ দেখুন তাহলে হয় চন্দনপুরে নয় কোলকাতায় আপনার নিশ্চই আত্মীয় বা বন্ধু এমন কেউ আছেন, যাঁকে আমরা খবর দিতে পারি যে আপনি এরকম বিপদে পড়েছেন। আপনি শুধু দয়া করে সে রকম কারো নাম ঠিকানা বলুন—যাতে আমরা টেলিগ্রাম কিংবা ট্রাংক কল করেও তাঁকে খবর দিতে পারি।

অজানা ॥ (প্রস্তাবটা ভাল লাগে) তাই নাকি? আচ্ছা-তাহলে তাহলে চন্দনপুরে ফোন করতে পারেন। Palace Hotel কিংবা Cosmopolitan club—

মাস্টার ॥ অ—সেই জুয়াব আড্ডা—ধরেছি ঠিক। (টেলিফোনের কাছে গিয়ে) তা কাকে ডাকব?

অজানা ॥ কাকে ডাকবেন? (হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে) না, না, অসম্ভব। সে হতে পারে না। তার চেয়ে আমার আত্মহত্যা করাই ভাল। আমি যাই লাইনের ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকি।

প্রফেসর ॥ আহা কেন একথা বলছেন? আত্মহত্যা করতে যাবেন কেন?

মাস্টার ॥ আর করলেই বা এখানে কেন? আমার স্টেশনে কেন? দেখুন, আমি গরীব গৃহস্থ মানুষ—সামান্য চাকুরে। তা সত্ত্বেও আমি আপনাকে আমার নিজের গাঁট থেকে পয়সা দিয়ে একখানা পলাশপুরের টিকিট কেটে দিচ্ছি—সেখানে গিয়ে আপনার যা খুশী করুন। সে জংশন স্টেশন অনেক লাইন—অনেক গাড়ী। এখানে আত্মহত্যে করে আমাকে মারবেন না।

প্রফেসর ॥ দেখুন, এসব অবান্তর চিন্তা রেখে দিন। আপনি আজ রাতটা

কোন মতে এখানে থাকুন। কাল সকালে আপনাকে আমরা কোলকাতা বা চন্দনপুর যেখানকার বলেন, টিকিট করে দেব।

মাস্টার ॥ আমরা মানে ?

প্রফেসর ॥ আমিই দেব। কাল তো পয়লা—কাল মাইনেটাও পাব।

অজানা ॥ কাল সকাল পর্যন্ত এই মাঠের মধ্যে—?

মাস্টার ॥ মাঠ মানে ? এটা রীতিমত শহর।

অজানা ॥ তাই নাকি ?

মাস্টার ॥ নিশ্চই। কোর্ট, কাছারী, হাসপাতাল—

প্রফেসর ॥ কলেজ—

মাস্টার ॥ আট হাজার বাসিন্দা।

প্রফেসর ॥ ৮২৪৫—গত সেনসাসে দেখা গেছে—

মাস্টার ॥ তবু তো লোক গোনার দিন আমি কোলকাতায় গিছলাম আমাকে ধরে নি।

অজানা ॥ আচ্ছা, এখানে কোন হোটেল আছে ?

মাস্টার ॥ আছে বৈকি। যাবেন ?

অজানা ॥ কিন্তু আমার কাছে তো টাকা নেই।

প্রফেসর ॥ তার জন্যে ভাববেন না। সে কাল দেওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে তো আপনার নাম লেখাতে হবে।

মাস্টার ॥ হ্যাঁ-তা তো বটেই। নাম তো আবার ইনি কিছুতেই বলবেন না। আচ্ছা, হাসপাতালে নিয়ে গেলে কেমন হয় ? বলব যে accident-এ মাথার গোলমাল হয়ে গেছে।

অজানা ॥ আমি hospital-এ যাব না।

মাস্টার ॥ তাহলে থানায় চলুন।

প্রফেসর ॥ (লজ্জিত) আঃ—কি যা তা বলছেন ! ভদ্রমহিলার সংগে কথা বলতে জানেন না ?

মাস্টার ॥ তা জানি না বটে—কিন্তু এখন একে থোবেন কোথায় ? আচ্ছা, আপনারই বা এত জেদ কেন ? নামটা বলতে বাধা কি ? তাহলে তো স্বচ্ছন্দে হোটেলে থাকতে পারেন। আপনিও বাঁচেন, আমরাও বাঁচি।

অজানা ॥ আঃ—খালি আপনারা লোককে বিরক্ত করেন। আমার এত ঘুম পাচ্ছে। খিদে পাচ্ছে।

মাস্টার ॥ খাবেন কিছু ?

অজানা ॥ (তাচ্ছিল্য ভরে) কোথায় খাব ? কি খাব।

মাস্টার ॥ আমি অবশ্য আপনাকে একটু হাঁসের মাংস খাওয়াতে পারতাম। আজ সকালেই হাঁসটা ট্রেনে কাটা পড়েছিল। তবে তাই বা খাওয়াই কি করে ? গিন্নী জানতে পারলে তো আমার চোদ্দপুরুষ নরকস্থ করবে। চেনেন না তো তাঁকে।

অজানা ॥ (বিরক্ত) উঃ রাত আর শেষ হবে না।

প্রফেসর ॥ হবে বৈকি। একটু ধৈয ধরুন।

অজানা ॥ নাঃ আর পারছি না। আমি এখানেই শুয়ে পড়ছি। আলোটা নিবিয়ে দিন। আমার ঘুম পাচ্ছে।

মাস্টার ॥ সর্বনাশ করেছে। দেখুন এখানে নয়, দোহাই আপনার—যদি কোন কারণে গিন্নী একবার আসে—

অজানা ॥ (উঠে দাঁড়ায়, মরিয়া হয়ে) এখানে নয়, বাইরে নয়, তবে আমি যাব কোথায় ? আপনারা কি আরম্ভ করেছেন ?

প্রফেসর ॥ দেখুন, একটা কাজ করা যায়—আমার একটা ছোট বাসা আছে—একটাই ঘর—যদি ইচ্ছা করেন সেখানে আজকের রাতটা শুধু—আমি নাহয় অন্য কোথাও থাকব। (মাস্টারকে) আমি গানের টিচার উদয়ের বাড়ি শোব।

মাস্টার ॥ হ্যাঁ—সেটা ভাল কথা।

প্রফেসর ॥ আজ রাতটা একটু বিশ্রাম করুন।

মাস্টার ॥ মাথাটাও ঠাণ্ডা হবে।

প্রফেসর ॥ তারপর কাল সকালে—

মাস্টার ॥ জবানবন্দীটা নিয়ে নেব।

প্রফেসর ॥ আবার!

অজানা ॥ আপনার বাড়ী কত দূর?

প্রফেসর ॥ এখান থেকে দশ পনেরো মিনিটের রাস্তা।

অজানা ॥ তাই চলুন। বড্‌ডো ঘুম পাচ্ছে।

প্রফেসর ॥ আসুন। (অজানা বেরিয়ে যায়, তারপরে বেরোয় প্রফেসর—জানলা দিয়ে বাঁদিকে যেতে দেখা যায়)

মাস্টার ॥ ও প্রফেসর! (দরজার কাছে গিয়ে) মিত্র মশাই!

প্রফেসর ॥ (ফিরে) কি বলছেন!

মাস্টার ॥ আপনার বইটা—

প্রফেসর ॥ (প্রায় ভয় পেয়ে) বইটা! ফেলে এসেছি! (বই নিয়ে) ওঃ আজ রাত্রে কত কাজ ছিল! কত জিনিস পড়ার ছিল!

মাস্টার ॥ সখ একেই বলে।

[প্রফেসর চলে যায়—জানলা দিয়ে একবার দেখা যায়।]

যবনিকা নেমে আসে

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

[সেইদিন সন্ধ্যা, প্রফেসবেব বাড়ী। ঘবটি আড়ম্বরশূন্য, কিন্তু শ্রীহীন নয়। ঘরে একটি খাট, একটি টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার। একটা বইয়েব শেল্‌ফ্‌—তাছাড়াও চেয়াবে, টেবিলে, মেঝেব উপর সর্বত্রই বই ছড়ানো। ডানদিকে ও বাঁদিকে একটি কবে দবজা। পিছনের দেযালে একটি জানলা।

পর্দা ওঠার সময ঘব খালি। প্রথমে নিঃস্তব্ধতা—দূবে রাস্তায একটি কুকুবের ডাক শোনা গেল। আর একটি কুকুর আবো দূর থেকে সাড়া দিল। ডানদিকে দরজার তালা খোলাব আওযাজ হল। দরজা খুলল।]

প্রফেসর ॥ (ঢুকতে ঢুকতে) এইখানে।

অজানা ॥ (ঢুকতে ঢুকতে) এসে পড়েছি ?

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ, এই আমার বাড়ি। (বইটা সযত্নে টেবিলে রাখে)

অজানা ॥ উঃ কী অন্ধকার।

প্রফেসর ॥ এক মিনিট। আলোটা জ্বালাই। আঃ দেশলাইটা কোথায গেল আবার ?

অজানা ॥ ইলেকট্রিক নেই ?

প্রফেসর ॥ না, লাইন বসেছে। এই পুজোব আগে কানেক্‌শান দেবে।

অজানা ॥ অতদিন তো আমি অপেক্ষা করতে পারব না।

প্রফেসর ॥ (দেশলাই জ্বালবাব চেষ্টা করে) জ্বলছে না—বড damp এখানটা।

অজানা ॥ উঃ কি অন্ধকার রাস্তা' কত বার যে হোঁচট খেয়েছি—(প্রফেসর

আলো জ্বালে। আর পারছি না। (ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে। পা থেকে জুতো দুটো ছুঁড়ে ফেলে দেয়) পা কেটে গেছে! কী রাস্তা!

প্রফেসর॥ (এক পাটি জুতো ঠিক করে রাখে) ইস্! আমি ভীষণ দুঃখিত। কি জানেন, বাজারের দিকটা বাঁধানো রাস্তা করেছে—এদিকটা—

অজানা॥ এদিকটা আর কোনো জন্মে হবে না!

প্রফেসর॥ হবে বৈকি—এই সামনের বছরেই হবে। (জুতো খোঁজে)

অজানা॥ অঃ, এক বছর আগে এসে পড়েছি তাহলে—

প্রফেসর॥ আর এক পাটি জুতো কোথায় গেল?

অজানা॥ কি করে বলব। যা অন্ধকার! আলোটা আর বাড়ে না নাকি?

প্রফেসর॥ আর বাড়িয়ে দরকার কি? জানলা খুললে রাস্তা থেকে সব দেখা যাবে।

অজানা॥ দেখা গেলে কি হবে?

প্রফেসর॥ আপনি এখানে আছেন, সেটা কারো না জানাই ভাল নয় কি?

অজানা॥ তাহলে নিবিয়ে দিন। হয় নেবান, নয় বাড়ান—এরকম মিটমিটে আলো আমার সহ্য হয় না। (প্রফেসর আলোটা একটু বাড়িয়ে দেয়। অজানা জানলার কাছে গিয়ে কাছে গিয়ে জানলাটা অল্প একটু খোলে) রাস্তা থেকে আবার কে দেখবে? রাস্তা তো মরুভূমি!

প্রফেসর॥ এখন লোকজন যাচ্ছে না বটে। কিন্তু একটু পরেই সিনেমা ভাঙবে। আজ বুধবার।

অজানা॥ বুধবার তো কি?

প্রফেসর॥ বুধবার আর শনিবারেই শুধু শো হয় কিনা।

অজানা॥ তা আপনি সিনেমায় যান নি?

প্রফেসর॥ না আমার বাড়িতে থাকতেই ভাল লাগে।

অজানা ॥ এইখানে থাকতে ভাল লাগে ! (চারদিকে দেখে) এইখানে ? উঃ, কী সাংঘাতিক !

প্রফেসর ॥ দেখুন, আপনার কষ্ট হবে বুঝতে পারছি। তবে এছাড়া তো আর কোনো উপায় ছিল না। আজকের রাতটা যদি কোনরকমে—

অজানা ॥ না না। আমার কষ্ট হবে না। এ তো চমৎকার জায়গা।

প্রফেসর ॥ না, চমৎকার নয়, সে আমিও জানি। তবে আমার এর বেশী আর কিছু দরকার হয় না। আর বাড়িটা কলেজ থেকেও বেশী দূরে নয়। আপনাকে বলেছি কিনা মনে নেই, আমি কলেজে পড়াই।

অজানা ॥ বলার দরকার নেই। দেখাই যাচ্ছে।

প্রফেসর ॥ কি করে ?

অজানা ॥ (বইগুলি দেখিয়ে) কি করে নয় ? উঃ, এর থেকে রেললাইনও ভাল ছিল। যেদিকেই চাই, খালি বই আর বই (বিরক্ত হয়ে জানলা সম্পূর্ণ খুলে পর্দা সরিয়ে দিতে যায়)

প্রফেসর ॥ ও কি করছেন ? পর্দা সরাবেন না।

অজানা ॥ কেন ?

প্রফেসর ॥ বললাম তো আপনাকে—এখনি রাস্তা দিয়ে লোকজন যাবে। তাছাড়া রাস্তার ওপারের চ্যাটার্জি বাড়ি থেকে দেখা যাবে।

অজানা ॥ কোন চ্যাটার্জি বাড়ি ?

প্রফেসর ॥ ঐ যে সাদা বাড়িটা—কাঠের বেড়া দেওয়া।

অজানা ॥ (বাইরে দেখে) ওঃ, ও বাড়িতে সব অন্ধকার।

প্রফেসর ॥ সেইজন্যেই তো বলছি, জানলার ধারে বসে আছে।

অজানা ॥ কি করে জানলেন আপনি ?

প্রফেসর ॥ সবসময়ই তাই থাকে।

অজানা ॥ আজ তো বুধবার। ওরা সিনেমায় গেছে।

প্রফেসর ॥ আর সবাই গেলেও চ্যাটার্জির মা, বুড়ি ঝি এরা তো যাবে না।

তারপরে শুধু তো ওরাই নয়। গুপ্তবাড়ি আছে, সরকারবাবু মুনসেফ, মুখুজ্জেবাড়ি, বোসেদের বাড়ি—

অজানা ॥ উঃ আর শুনতে চাই না --চুপ করুন।

প্রফেসর ॥ দেখুন, জানাজানি হলে সারা শহরে হৈ হৈ পড়ে যাবে। এই জানলা দিয়ে সারা শহর দেখা যায়।

অজানা ॥ তা আমি তো কিছু দেখতেও পাচ্ছি না, শুনতেও পাচ্ছি না। (কান খাড়া করে) সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। (পর্দা সরিয়ে দেয়)

প্রফেসর ॥ (জানলার দিকে ব্যস্ত ভাবে এগোতে এগোতে) যদি ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও দেখবে।

অজানা ॥ চারদিকে একেবারে নিঃস্তব্ধ নিঝুম (হঠাৎ চমকে ওঠে) ওকি ! ওটা কিসের শব্দ ?

প্রফেসর ॥ কোথায় ?

অজানা ॥ ঐ যে কিচ্ কিচ্ করছে। (বাঁদিকে দরজার দিকে দেখিয়ে) ঐ দিক থেকে আসছে।

প্রফেসর ॥ ওঃ ওটা কিছু না। ও একটা ছোট্ট ইঁদুর।

অজানা ॥ (ভয় পেয়ে) সে কি ! ইঁদুর আছে এখানে ?

প্রফেসর ॥ তার জন্যে আপনি ভয় পাবেন না। ও আজ আসবে না।

অজানা ॥ কি করে জানলেন ? আপনাকে খবর দিয়ে আসে নাকি ?

প্রফেসর ॥ আজ আপনি আছেন, ও আসতে ভয় পাবে। আমি যখন একা একা অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করি, তখন ও আসে। আমরা বন্ধু বললেও হয়।

অজানা ॥ বন্ধু ? দয়া করে বলুন আপনার আরো কোন বন্ধু আছে নাকি ?

প্রফেসর ॥ আমার আর একজন বন্ধু আছে—উদয়। গার্লস স্কুলের গানের টিচার। সময় থাকলে আপনার সংগে আলাপ করিয়ে দিতাম। খুব ভাল ছেলে। ওর কাছেই তো আজ শুতে যাচ্ছি। (ঘড়ি দেখে) কথায়

কথায় অনেক দেরী হয়ে গেল। আপনি শুয়ে পড ন—আমি যাই। আচ্ছা, আপনি কি হাত-মুখ ধোবেন ?

অজানা ॥ ধোয়া তো দরকার (নিজের ।·কে দেখে) কয়লার কুচি আর ধূলোতে মাথা মুখ সব একাকার হয়ে আছে।

প্রফেসর ॥ বাথরুমটা ওদিকে (বাঁদিকে দেখিয়ে দেয়) অবশ্য ঠিক বাথরুম নয়, একটা ছোট ঘর ছিল, তাকেই বাথরুমের মতন করে নিয়েছি।

অজানা ॥ বাথরুমের মতন করে নিয়েছেন ? বাথটাব আছে ?

প্রফেসর ॥ না। তা তো নেই।

অজানা ॥ বাথটাব নেই ! বেসিন আছে ?

প্রফেসর ॥ না। তা ও তো নেই। তবে যদি বলেন একটা গামলা টুলের ওপর বসিয়ে—

অজানা ॥ থাক্‌, দরকার নেই (যা আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট হবার ভাবে) জলের কল আছে তো ?

প্রফেসর ॥ (আনন্দিত হয়ে) হ্যাঁ—তা আছে।

অজানা ॥ তাহলেই হবে। দাঁড়ান একটু (বাঁ.দক দিয়ে বেরিয়ে যায়, কিছুক্ষণ পরে আবার ঘুরে আসে) কল দিয়ে তো জল পড়ছে না।

প্রফেসর ॥ (আশ্চর্য) পড়ছে না ? (কি যেন মনে পড়ে) ওঃ হো, তাই তো, জল তো চলে গেছে। ছ'টার পরে তো আর জল পাওয়া যায় না।

অজানা ॥ বলেন কি ? তাহলে উপায় ?

প্রফেসর ॥ উপায় আছে। দাঁড়ান উঠোনের কুয়ো থেকে জল এনে দিচ্ছি।

অজানা ॥ থাক, দরকার নেই।

প্রফেসর ॥ কেন ? দরকার নেই কেন ? আমার কোন কষ্ট হবে না। এখুনি আপনাকে এক বালতি জল এনে দিচ্ছি। (বাঁদিকে স্নানের ঘরে যায়, একটা বালতি নিয়ে ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়) এক মিনিট। এখুনি আসছি।

[অজানা ঘরের এদিক ওদিক চেয়ে দেখে। বই-এর শেল্‌ফের কাছে গিয়ে বইগুলো কিছুক্ষণ দেখে। বাইরের কুয়ো থেকে জল তোলার আওয়াজ আসে। অজানা আবার ঘরের মাঝখানে আসে—টেবিলের ওপর প্রফেসরের নূতন আনা বইটা দেখে—অন্যমনস্কভাবে পাতা ওল্টায়। এমন সময়ে ডানদিকের দরজা দিয়ে প্রফেসর ঢোকে]

প্রফেসর ॥ ও কি! (বালতিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ছুটে আসে। বইটা অজানার হাত থেকে টেনে নেয়) আপনি এটা নিয়ে কি করছেন? (বই টার গায়ে সস্নেহে হাত বুলোয়) আপনি এটাতে হাত দেবেন না।

অজানা ॥ কেন? আমি হাত দিলে কি বইটা ক্ষয়ে যাবে?

প্রফেসর ॥ (লজ্জিত) না—তা নয়। তবে ওটা একটা পুরোনো বই। ও আর কি দেখবেন। (বইয়ের শেলফের সবচেয়ে ওপরের তাকে বইটা রেখে দেয়)

অজানা ॥ আচ্ছা, এত বই সব আপনার? কি করেন এগুলো দিয়ে?

প্রফেসর ॥ পড়ি।

অজানা ॥ এই এত বই আপনি পড়েন?

প্রফেসর ॥ চেষ্টা করি।

অজানা ॥ (চারদিকে চেয়ে) আমি জীবনে কোনদিন একসংগে এত বই দেখিনি (দেওয়ালে দুটো ছবি দেখিয়ে) আচ্ছা, ও দুটো কাদের ছবি?

প্রফেসর ॥ কেপ্‌লার আর কোপারনিকাস—দুজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।

অজানা ॥ আপনার মাস্টার মশাই বুঝি?

প্রফেসর ॥ (ঈষৎ হেসে) হ্যাঁ তাই বটে।

অজানা ॥ ওঁরা কোথায় থাকেন?

প্রফেসর ॥ মারা গেছেন—অনেক দিন—কয়েক শো বছর আগে।

অজানা ॥ সে আবার কি! মার এঁদের ছবি আপনার ঘরেই বা টাঙিয়ে রেখেছেন কেন?

প্রফেসর ॥ এমনিই—মাঝে মাঝে ওঁদের কথা ভাবি।

অজানা ॥ (অবাক হয়ে চেয়ে থাকে) কী অদ্ভুত লোক আপনি সত্যি।

[দূর থেকে একটা হুইশল্ শোনা যায়। রাস্তায় পায়ের শব্দ—বোধ হয় বিটের পুলিশ। প্রফেসর চমকে ওঠে]

প্রফেসর ॥ সিনেমা ভেঙেছে (এক মুহূর্ত পরে) কাদের পায়ের আওয়াজ আর গলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। (দূর থেকে অস্পষ্ট গলার স্বর ও পায়ের আওয়াজ আসে)

অজানা ॥ কৈ, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। (তাড়াতাড়ি বাতিটা কমিয়ে দেয়—প্রায় নেবানোর মতনই। ফিস্ ফিস্ করে বলে) আমাদের রাস্তায়—আপনি জানলার সামনে থেকে সরে দাঁড়ান। (অজানা সরে গিয়ে জানলার ডানদিকে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। প্রফেসরও বাঁদিকে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে অসংখ্য তারা দেখা যাচ্ছে। পায়ের শব্দ আরো কাছে আসে) আসছে। এদিকেই আসছে।

(পায়ের শব্দ থেমে যায়)

কোকিলার গলা—বলছি যে, আমি ওর ঘরে আলো দেখেছি। তার ওপর জানলা খোলা, পর্দা সরানো

প্রফেসর ॥ (ফিস ফিস করে) দেখলেন তো? এই জন্যে আপনাকে পর্দা সরাতে বারণ করেছিলাম।

কোকিলা ॥ বাড়ীতেই আছে। না থেকে যাবে কোথায়? ডাকুন আপনি।

একটি পুরুষের গলা—মানস! মানস আছ নাকি হে?

অজানা ॥ (ফিস ফিস্ করে) আপনার নাম মানস?

[মানস ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ]

অজানা ॥ কে ডাকছে?

মানস ॥ (ফিস্ ফিস্ করে) উদয়—যার কথা বলছিলাম।

উদয় ॥ ও মানস, দরজাটা খোলো না। বাড়িতে নেই নাকি

কোকিলা ॥ নিশ্চই আছে।

অজানা ॥ এটা কার গলা ?

মানস ॥ কোকিলা দেবী—ভাইস প্রিন্সিপ্যাল।

অজানা ॥ কি দরকার আপনাব সংগে ?

মানস ॥ জানি না। আপনি দয়া করে চুপ করুন।

অজানা ॥ আপনার সংগে ভাব বুঝি ? আপনার বান্ধবী ?

মানস ॥ ভগবান রক্ষা করুন! (দরজায় দুমদাম ধাক্কা) আঃ সারা পাড়া জাগাবে দেখছি। দরজা না খুলে আর উপায় নেই।

অজানা ॥ তা খুলছেন না-ই বা কেন ?

[শব্দ আরো জোর হয়। মানস জানলার ধারে এসে সাড়া দেয়]

মানস ॥ একটু দাঁড়াও উদয়। আসছি। (ফিস্ ফিস্ করে) এখন কি করি ?

অজানা ॥ কিসের কি করবেন ?

মানস ॥ ওরা ভেতরে এলে যে আপনাকে দেখতে পাবে।

অজানা ॥ তা তো পাবেই।

মানস ॥ তা হয় না। (জানলা দিয়ে মাথা বাডায়। আবার দরজায় ধাক্কা) আসছি আসছি। (ফিস্ ফিস্ করে) আপনি কোথাও লুকিয়ে পড়ুন না।

অজানা ॥ কোথায় লুকোব ? জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ব ?

প্রফেসর ॥ না না। ঐখানে (বাঁদিকে দেখিয়ে) একটুখানি, বেশীক্ষণ নয়। (হাত দিয়ে ইশারা করে মাথা হেঁট করতে বলে)

অজানা ॥ ওখানে অন্ধকার—ইঁদুর—আরশোলা নেই তো ?

মানস ॥ (অস্থির ভাবে) না না কিছু নেই। ঠিক পাঁচ মিনিট।

অজানা ॥ পাঁ—চ মিনিট !

মানস ॥ (পাগলের মতন) না না তিন মিনিট, না, তা-ও নয়। খালি জিজ্ঞেস করব যে কি চায়। বিদায় হলে বাঁচি।

[অজানা মাথা নিচু করে বেরিয়ে যায়]

মানস ॥ (জানলার কাছে গিয়ে) এই-যে এই-যে আসছি এক্ষুনি। (বাতিা বাড়িয়ে দেয়। চারদিকে দেখে, অজানার জুতো জুটো খাটের নীচে ও ব্যাগটা বইয়ের শেল্‌ফে বইয়ের পেছনে রেখে দেয়। আবার চারদিকে দেখে ডানদিকের দরজার কাছে যায়)

অজানা ॥ (বাঁদিকের দরজা খুলে) শুনছেন, এখানে বড্ড অন্ধকার। দেরী করবেন না।

মানস ॥ প্লীজ—প্লীজ—

[অজানা দরজা বন্ধ করে। মানস ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে কোকিলা দেবী ঢোকেন। ঢুকেই বালতিতে হোঁচট খান]

কোকিলা ॥ একি, দরজার কাছে এক বালতি জল কেন?

মানস ॥ (পেছনে পেছনে ঢোকে) জল? ও—এই— স্নান করতে যাচ্ছিলাম কিনা তাই।

কোকিলা ॥ স্নান করতে যাচ্ছিলেন? এই রাত দুপুরে?

মানস ॥ হ্যাঁ মানে—

উদয় ॥ (ঘরে ঢোকে) কী চমৎকার ফিল্ম! মিস করলে মানস! ওঃ ঐ সিনটা যেখানে—

মানস ॥ কাল শুনব উদয়।

কোকিলা ॥ (এগিয়ে আসেন—কিসের যেন গন্ধ পান) কিসের গন্ধ?

মানস ॥ কৈ, কিছু না তো?

কোকিলা ॥ কিছু না বললেই হল—সেণ্টের গন্ধে আমার মাথা ধরে গেল!

মানস ॥ সেণ্টের গন্ধ কোথা থেকে আসবে? ফুলের গন্ধ বোধহয়—বাগান থেকে আসছে—জানলাটা খোলা তো।

কোকিলা ॥ (জানলার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়েন—কয়েকবার গন্ধ শোঁকেন) উঁহুঁ। বাগান থেকে তো কোন গন্ধ আসছে না—ঘরের মধ্যেই (চারদিকে চান, গন্ধ শোঁকেন, কয়েক পা এগিয়ে যান, এগোতে এগোতে

বাঁদিকের দরজার কাছে অন্যমনস্ক ভাবে যান—মানস তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা আটকায়)

মানস ॥ কোকিলা দেবী, কিছু মনে করবেন না—অনেক রাত হয়ে গেছে। জানতে চাইছিলাম যে হঠাৎ এই সময়ে আপনি—

কোকিলা ॥ ব্যস্ত হবেন না। খুলে বলছি। (একটা চেয়ারে বসেন) উদয় বাবু, আপনিই বলুন।

[উদয়ও বসে। মানস দাঁড়িয়ে থাকে—একবার এর মুখের দিকে একবার ওর মুখের দিকে চায়। দু'একবার বাঁদিকের দরজার প্রতিও আড়চোখে চায়]

উদয় ॥ বলছি। আজ সন্ধ্যার শোয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। খুব ভাল বই হচ্ছে— খুব ভাল ভাল গান।

মানস ॥ (বিরক্ত ভাবে) উদয় প্লীজ—যা বলবে সংক্ষেপে বল।

উদয় ॥ আরে তাই তো বলছি। সেইখানেই তো কোকিলা দেবীর সংগে দেখা।

কোকিলা ॥ তা আমি ছাড়া আর কার সংগে দেখা হবে! আমারই তো যত মাথাব্যথা! স্টেশনেও পাহারা দেব, পার্কেও পাহারা দেব, আবার সিনেমা-হলেও পাহারা দেব! সাত সাতটি মেয়েকে আজ হলে ধরেছি। দল বেঁধে সিনেমা দেখতে এসেছিল! (হাতে কড় গুণে) থার্ড ইয়ারের হেনা বোস, ফার্স্ট ইয়ারের উমা সরকার, দীপ্তি গুহ, সেকেণ্ড ইয়ারের—

মানস ॥ (বাধা দিয়ে) কোকিলা দেবী, আমার মনে হয় একথা এখন—

কোকিলা ॥ তা তো বটেই। আপনার আর কি interest! কলেজের rules, regulations, discipline সব উচ্ছন্নে গেলেও আপনার কিছু যায় আসে না।

মানস ॥ তা নয়। কিন্তু তাই বলে এই সময়—

কোকিলা ॥ কলেজের কাজে আবার সময় অসময় কি ? মনে রাখবেন মানস বাবু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কখনো ঘুমায় না।

মানস ॥ রাত্রেও না ?

কোকিলা ॥ না। বিদ্যালয় সদাজাগ্রত। সে সব জানে, সব দেখে।

মানস ॥ কিন্তু আপনি কি এত রাতে ঐ হিসাব শোনাতে এসেছেন ? কি দরকার বলবেন তো।

কোকিলা ॥ বলছি, ব্যস্ত হবেন না। (আদেশের স্বরে) বলুন উদয়বাবু।

উদয় ॥ হ্যা—যা বলছিলাম, সিনেমায় গিয়ে তো কোকিলা দেবীর সংগে দেখা—

মানস ॥ উদয় তাড়াতাড়ি বল, ভগবানের দোহাই।

কোকিলা ॥ কেন, এত তাড়াতাড়ি করার কি আছে। আপনার বোঝা উচিত মানস বাবু যে আমি, আমার মত লোক যদি লোকভয় তুচ্ছ করে নিজের সম্মানের কথা না ভেবে এত রাত্রে একজন অবিবাহিত পুরুষ-মানুষের বাড়ি আসতে পারি—

উদয় ॥ শুধু এইজন্যেই তো আমি ওঁর সংগে এলাম—

কোকিলা ॥ (আগের কথার জের টেনে) তাহলে সেই মুহূর্তেই আপনার বোঝা উচিত যে, এর পিছনে কোন একটা serious কারণ আছে।

মানস ॥ serious কারণ ? কি serious কারণ ? কি ব্যাপার কি ?

কোকিলা ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) মানস বাবু, অস্বীকার করার চেষ্টা করবেন না। অনেক দিন ধরে আপনাকে নিয়ে শহরে জল্পনাকল্পনা হচ্ছে। আপনি সারাদিন এই কুঠরির মধ্যে বসে কি করেন ? কি আছে আপনার ঘরে ? এই রহস্যের ওপর আলোকপাত করার সময় হয়েছে। (বাঁদিকের দরজার দিকে আবার এগিয়ে যান)

মানস ॥ (ব্যাকুল ভাবে) করবেন আলোকপাত- কিন্তু দোহাই আপনার—আজ অনেক রাত হয়েছে—কাল সকালে করলে হয় না ?

কোকিলা ॥ কাল সকালে? বলছেন কি? এই মুহূর্তে এ রহস্য ভেদ না করলে আমার সারারাত ঘুমই হবে না।

মানস ॥ বলেন কি? কি এমন ব্যাপার?

কোকিলা ॥ কি এমন ব্যাপার! কিছুই বুঝতে পারছেন না, না? সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত। আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনার মতন অবস্থার লোকের এসব সাজে না! ভগবানের আশার্বাদে আমার তো আর আপনার আর্থিক অবস্থা জানতে বাকি নেই! মাইনে যা পান সে তো জানিই। বাড়িঘরদোরের তো এই শ্রী। তার ওপর ক্যান্টিনে গত মাস থেকে তিরিশ টাকা ধার—মাসে একবার চুল কাটবার পয়সা জোটে না—একটা চাকর রাখবার ক্ষমতা নেই—আজকাল তো আবার শুনি যে ধোবার বাড়ীতে কাপড়ও দেন না—

উদয় ॥ আহা—কোকিলা দেবী এসব কি বলছেন আপনি? শুধু শুধু পাঁচজনের কথা শুনে—

কোকিলা ॥ থামুন আপনি। আপনাকে আর বন্ধুর হয়ে সাফাই গাইতে হবে না। সব সমান—

মানস ॥ (আহত ভাবে) কিন্তু এসব কথা এত রাত্রে বাড়ি বয়ে বলতে আসার কি খুব দরকার ছিল? আমি তো জানি যে আমি গরীব!

কোকিলা ॥ তা সত্বেও আপনি এমন কাজ করেছেন—যাতে লোকের মনে সন্দেহ হতে পারে যে, এর পেছনে কোন গভীয় রহস্য আছে। কি সে রহস্য? আর তার জন্যে কি জবাবদিহি করবেন আপনি লোকের কাছে? বলুন—

মানস ॥ (সভয়ে দরজার দিকে চেয়ে) আহা ব্যাপারটা কি তাই বলুন। তবে তো জবাবদিহি—

কোকিলা॥ ব্যাপারটা কি সে তো আমিও জানতে চাইছি। বলুন আপনি, স্টেশন মাস্টারের কাছে যা শুনলুম তা সত্যি ?

মানস॥ (রুদ্ধস্বরে) স্টেশন মাস্টারেব কাছ ? কি শুনেছেন ?

কোকিলা॥ আজ সন্ধ্যাবেলায়—আপনি—ডুশো বাইশ টাকা দিয়ে একটা বই আনিয়েছেন ?

মানস॥ (হাঁপ ছেড়ে বাঁচে) বই। ওঃ হ্যাঁ—কিনেছি।

কোকিলা॥ শুনুন উদয়বাবু, আমি তো পাঁচজনেব কথা শুনে নিন্দে করে বেড়াই। এইবার নিজের কানে শুনুন।

উদয়॥ কিন্তু আমাকে তো একথা কিছু বলনি মানস।

কোকিলা॥ তবেই বুঝুন আপনাকেও বলেনি। এব কি রহস্য ? মানস বাবু, কোথায় সেই বই—বাব করুন আমি দেখতে চাই।

মানস॥ কোকিলা দেবী, আপনি একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে এরকম করছেন।

কোকিলা॥ সামান্য ব্যাপার। ডুশো বাইশ টাকাটা কিছু নয়, না ?

মানস॥ না। তা নয—অন্তত আমাব পক্ষে তো নয়ই। কিন্তু ওটা আমার একটা পডার বই—বিশেষ দরকারে পডেই কিনেছি—

কোকিলা। কি সেই বিশেষ দবকার ? সেটাই তো আপনাকে খুলে বলতে বলছি।

মানস॥ কিন্তু সে কথা তো পরেও হতে পারে—

কোকিলা॥ না, পারে না। তা যদি পাবত তাহলে এত রাত্রে আমি এখানে আসতুম না। আপনাব এখনো বুঝে দেখা উচিত, আপনি কি কবেছেন আর তা কতখানি serious। একথা আমি কালকের মিটিঙে তুলব—তোলা আমার কর্তব্য।

মানস॥ তুলবেন। আপনার যা খুশী তাই করবেন। কিন্তু আজ অনেক রাত হয়েছে। আজ একথা থাক।

কোকিলা ॥ ও। তার মানে আমাকে বাড়ী থেকে বার করে দিচ্ছেন ?
(বাইরের দরজার দিকে এগোন)

মানস ॥ (ছুটে যায়) কোকিলা দেবী আমি তা mean করি নি—সত্যি বলছি—

কোকিলা ॥ (কর্ণপাত না করে) ঠিক আছে মানস বাবু—আমি যাচ্ছি—কিন্তু বলে দিয়ে যাচ্ছি যে, এর জন্যে আপনাকে একদিন গভীর অনুতাপ করতে হবে। (সবেগে চলে যান)

মানস ॥ উদয়, একটু দাঁড়াও। তোমাকে একটা কথা বলার ছিল।

উদয় ॥ আবার কথা ? আমাকে যে আবার বিচ্ছুকে বাড়ি পৌছাতে হবে।

মানস ॥ তাহলে ফিরে এসো। তোমার সংগে খুব দরকার আছে।

কোকিলার গলা— উদয় বাবু।

উদয় ॥ (চেঁচিয়ে) আসছি। (স্বাভাবিক স্বরে) তাহলে দরজাটা খুলে রেখো মানস। আমি ওকে পৌঁছেই আসছি।

মানস ॥ ঠিক আছে।

কোকিলার গলা—আপনি আসবেন, না, না ? কি করছেন কি এতক্ষণ ধরে

উদয় ॥ এই যে যাচ্ছি। (দ্রুত বেরিয়ে যায়)

[মানস কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থাকে। রাস্তার দিকে কান খাড়া করে রাখে। যখন আশ্বস্ত হয় যে ওরা সত্যিই চলে গেছে তখন ক্লান্ত অবসন্ন ভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। বাঁদিকের দরজা খুলে অজানা ভয়ে ভয়ে ঢোকে। চারদিকে চেয়ে দেখে। মানসের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়ায়]

অজানা (মৃদুস্বরে) ॥ আচ্ছা, উনি যা বললেন, তা সত্যি ?

মানস ॥ আপনি শুনতে পাচ্ছিলেন ?

অজানা ॥ সব। (মানস অসহায় বোধ করে) কি করব বলুন, কান তো বন্ধ করতে পারি না। কিন্তু সত্যি আপনি--

মানস ॥ (বাধা দিয়ে) কিচ্ছু সত্যি নয়। সব মিথ্যে কথা। সব বানানো কথা।

অজানা ॥ আচ্ছা আমাকে একটু ঐ বইটা দেখাবেন? বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। (মানস নীরব) দেখাবেন না? আচ্ছা আমাকে দেখালে কি হবে? আমিও আপনাকে চিনি না, আপনিও আমাকে চেনেন না। আমি তো শুধু আজ রাতটা আছি—তারপরে তো চলেই যাব। আমি তো এখানকার কাউকে কিছু বলতে যাচ্ছি না। দেখান না আমাকে লক্ষ্মীটি।

[মানস কিছুক্ষণ অজানার দিকে চেয়ে থাকে। আস্তে আস্তে শেলফের দিকে যায়, বইটা নামায়, অজানার কাছে আসে, নীরবে বইটা হাতে তুলে দেয়। অজানা এতক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানসের দিকে চেয়েছিল। এবার বইটা নিয়ে টেবিলের কাছে যায়, চেয়ারে বসে, বইটা খোলে। আলোটা এগিয়ে আনে, বইটার ওপর ঝুঁকে পড়ে, গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখে। তারপর মাথা তুলে মানসের দিকে চায়]

অজানা ॥ কিছু বুঝতে পারছি না।

মানস ॥ সে তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম। ওটা astronomy র বই। অনেক পুরোনো।

অজানা ॥ কত পুরোনো?

মানস ॥ তা দেড়শো বছরের ওপর।

অজানা ॥ দে-ড়-শো বছর? সেই জন্যেই এত দাম?

মানস ॥ (উত্তেজিত) দাম? এ তো সস্তায় পেয়েছি। পেয়েছি এই না কত ভাগ্য।

অজানা ॥ ভাগ্য!

মানস ॥ নিশ্চই। আজ এক বছর ধরে বইটা খুঁজেছি। দিনে রাত্রে এছাড়া আর কোন চিন্তা ছিল না—কোথায় না লিখেছি, কোথায় না গেছি, নতুন

পুরোনো কোন বইয়ের দোকান আর বাকি রাখি নি। আর কত কষ্ট করে এই কটি টাকা জমিয়েছি। না খেয়ে—

অজানা ॥ কাপডজামা ধোপার বাড়ি না দিয়ে—

মানস ॥ কাপড়জামা ধোপার বাড়ি না দিয়ে—(অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে) হ্যাঁ, মানে কখনো কখনো। (আনন্দিত ভাবে) তা হোক্‌গে, এতদিনে তো বইটা হাতে পেলাম, পেলাম তো শেষ পর্যন্ত! এখন তো verify করব, এবার তো জানতে পারব (থেমে যায়)

অজানা ॥ কি জানতে পারবেন? (মানস চুপ করে থাকে, কথা এড়াতে চায়) বলবেন না আমাকে?

মানস ॥ (কিছুক্ষণ ভাবে) বলব, আপনাকে বলব। কিন্তু আপনি কাউকে বলবেন না তো?

অজানা ॥ কাউকে না।

মানস ॥ কথা দিচ্ছেন?

অজানা ॥ কথা দিচ্ছি।

মানস ॥ (দরজার দিকে চায়, জানলার দিকে চায়, বাঁদিকে, ডান দিকে চায়, তারপরে চুপি চুপি অজানার কানের কাছে মুখ এনে বলে) জানেন, আমি একটা তারা আবিষ্কার করেছি।

অজানা ॥ (অবাক হয়ে মানসের মুখের দিকে চেয়ে থাকে) কোথায়?

মানস ॥ (সহজ ভাবে) আকাশে।

অজানা ॥ (শিশুসুলভ সরলতায়) কক্‌খনো না।

মানস ॥ বিশ্বাস করছেন না? (টেবিল থেকে একটা কাগজ নিয়ে) এই দেখুন (পেনসিল দিয়ে একটা জায়গায় দেখায়) এইখানে।

অজানা ॥ এই যে বললেন আকাশে?

মানস ॥ এইটাই তো আকাশ।

অজানা ॥ (আশ্চর্য হয়ে) এইটা আকাশ!

মানস॥ (পেনসিল দিয়ে দেখায়) এই দেখুন না। এটা হোলা sphere। এই লাইনটা earth's axis আর এই circleটা হোল equator (মুখ তুলে অজানার দিকে চেয়ে) মানে আকাশের equator আর কি। (অজানা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে) এই দুটো হোল horizontal coordinate—azimuth আর zenith। আর আমি যে-তারাটা পেয়েছি সেটা হল এইখানে। বুঝতে পেরেছেন ?

অজানা॥ পেরেছি। কিন্তু আকাশে দেখান না (জানলা দিয়ে বাইরে দেখায়)

মানস॥ আকাশে দেখা যাবে না।

অজানা॥ তাহলে আপনি কি করে আবিষ্কার করলেন ?

মানস॥ কেন, অংক কষে বার করলাম।

অজানা॥ অংক কষে আবার কি করে বার করলেন ? তাছাড়া ঐ তারার সংগে এই বইটারই বা কি সম্পর্ক ?

মানস॥ এটা হোলো ভ্যান্ মের্শের ক্যাটালগ—আকাশের মানচিত্র।

অজানা॥ ভ্যান্ মের্শ ! আকাশের মানচিত্র !

মানস॥ আমার তারাটা কোন ক্যাটালগে নেই। টলেমি, কেপ্‌লার, কারো ক্যাটালগে না।

অজানা॥ (বইটা দেখিয়ে) এর মধ্যেও নেই ?

মানস॥ মনে হয় এর মধ্যেও নেই। যদি না থাকে তাহলে এটা নিশ্চিত যে আগে আর কেউ এর অস্তিত্ব জানত না। একবার মনে হয়েছিল যে, হের্শেল বোধহয়—কিন্তু না। হের্শেলেরটা ছিল একটা double star—সে একেবারে অন্য জিনিষ। তবে একমাত্র যে আবিষ্কার করতে পারত—সে হচ্ছে হের্শেল।

অজানা॥ (কিছুই না বুঝে) কেন ?

মানস॥ এক মাত্র তারই একথা সাহস করে বলার মতন বুকের পাটা ছিল।

আমার মনে হয়, ওর black star theory-র মধ্যে খানিকটা সত্যি আছে।

অজানা ॥ Black star! তার মানে কালো তারা!

মানস ॥ সব বিজ্ঞানীরা হের্শেলকে ঠাট্টা করত। ওকে বলত পাগলা জ্যোতিষী। চিরদিন, চিরকাল যে একটা মস্ত বড় কিছু ভাবে, অনেক বড় কিছুর স্বপ্ন দেখে তাকেই লোকে পাগল ভাবে।

অজানা ॥ (শংকিত হয়ে) পাগল ভাবে!

মানস ॥ হ্যাঁ। আমাকেও যদি একদিন লোকে পাগল বলে আমি আশ্চর্য হব না।

অজানা ॥ (আরো শংকিত) আপনাকেও?

মানস ॥ ছাত্রীরা তো আড়ালে এখনই বলে!

অজানা ॥ (সত্যিই ভয় পায়) দেখুন আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি বরং শুয়ে পড়ি।

মানস ॥ না, এখন শুতে পাবেন না। দেখুন, এই দিকে আসুন, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তারাটা কোথায় আছে—

অজানা ॥ কি করে বোঝাবেন? এই না বলছিলেন আকাশে দেখা যাবে না।

মানস ॥ আহা, আপনি আসুনই না—(জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়, অজানাও সংগে সংগে আসে) ঐখানে সপ্তর্ষি দেখতে পাচ্ছেন?

অজানা ॥ কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। কাল সকালে দেখব।

মানস ॥ সকালে কি করে দেখবেন?

অজানা ॥ কেন কাগজে দেখাবেন।

মানস ॥ না সে হবে না। আপনি দাঁড়ান এখানে। আমার ঠিক পাশে

দাঁড়ান। ঐ দেখুন (আঙুল দেখিয়ে) ঐ যে সাতটা তারা দেখতে পাচ্ছেন ?

অজানা ॥ না

মানস ॥ (বিরক্ত, ক্রুদ্ধ) কী আশ্চর্য ! দেখতে পাচ্ছেন না কেন ? ঐ তো চারটে আর তিনটে। শেষ তিনটে হোলো tail of the great bear।

অজানা ॥ Great bear ! মানে ভাল্লুক ?

মানস ॥ আঃ আপনি অত নীচে দেখছেন কেন ? আপনি যেদিকে দেখছেন ওটা তো head of the dragon.

অজানা ॥ Dragon ! (ভয় পেয়ে সরে এসে আস্তে আস্তে দরজার দিকে যায়)

মানস ॥ (পেছন ফিরে) কোথায় যাচ্ছেন ?

অজানা ॥ আমি—আমি বাইরে বেড়াতে যাচ্ছি।

মানস ॥ কোথায় বেড়াতে যাচ্ছেন ?

অজানা ॥ আমার —আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। আমি কুয়ো থেকে জল খেয়ে আসি। (মানস এক পা এগিয়ে আসে, অজানা আরো ভয় পায়) আপনি—আপনি আসবেন না বলছি আমার সংগে আমি তাহলে চেঁচামেচি করব।

[ডানদিকের দরজা দিয়ে উদয় ঢোকে। পায়ের শব্দ পেয়ে অজানা চেয়ে দেখে—একটু সাহস পায়]

অজানা ॥ (উত্তেজিত ভাবে) ওঃ, আপনি এসেছেন উদয় বাবু। ভেতরে আসুন। বাঁচালেন আমাকে। আপনি আমাকে না চিনলেও আমি আপনাকে চিনি।

[উদয় প্রস্তরীভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

মানস ॥ (শান্তস্বরে অজানাকে) আপনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন, না ? ভয় পাবেন না। উদয়, তুমি ভেতরে এসো। (উদয় সংকুচিত, লজ্জিত ভাবে ঢুকতে গিয়ে বালতিতে হোঁচট খায়) ওঃ—ওটা রেখে আসি, তুমি

বস (বালতি নিয়ে বাঁদিকে যেতে যেতে) তোমার সংগে দরকার আছে উদয়।

অজানা ॥ সত্যি, আপনার সংগে আমারও ভীষণ দরকার !

উদয় ॥ আমার সংগে আপনার দরকার !

[মানস বাঁদিকে চলে যায়। অজানা তাড়াতাড়ি উদয়ের কাছে এগিয়ে আসে]

অজানা ॥ উদয় বাবু, আপনি কোনদিন great bear দেখেছেন ?

উদয় ॥ (হঠাৎ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে থতমত খেয়ে) হ্যাঁ দেখেছি।

অজানা ॥ আকাশে !

উদয় ॥ আকাশেই বৈকি।

অজানা ॥ আর—আর dragon না কি—

উদয় ॥ Head of the dragon ? হ্যাঁ, তাও দেখেছি। তবে আমাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ? মানস astronomer লোক ওকেই জিজ্ঞেস করুন না।

অজানা ॥ (চুপি চুপি) জানেন মানস বাবু কি বলছেন ? উনি নাকি একটা তারা আবিষ্কার করেছেন।

উদয় ॥ (সহজ ভাবে) তা করতে পারে। তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে ? আমিও তো একটা নতুন রাগিণী আবিষ্কাব করছি।

অজানা ॥ তাই নাকি ?

মানস ॥ (বাঁদিক দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে)• হ্যাঁ সত্যি। আপনাকে বলছিলাম না যে খুব talented ছেলে। কিন্তু এখন চল উদয়, আমি তোমার বাড়ি যাব।

উদয় ॥ হঠাৎ ? কি ব্যাপার বল তো ?

মানস ॥ আরে চল না, যেতে যেতে বলব।

উদয় ॥ আর এই ভদ্রমহিলা ?

মানস ॥ এই ভদ্রমহিলা এখানেই থাকবেন।

উদয় ॥ কেন ?

মানস ॥ ওঁর আজ রাত্রে আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই।

উদয় ॥ আচ্ছা মানস, কিছু মনে কর না এঁকে তো কোনদিন দেখি নি। ইনি কে ?

মানস ॥ সে আমিও জানি না। এখন চল।

উদয় ॥ দাঁড়াও ভাই, আমার সব গোলমাল ঠেকছে। বিচ্ছুই ঠিক বলেছিল। তোমার বাড়িতে একটা রহস্য আছে।

মানস ॥ চল না উদয়, যেতে যেতে সব বলছি তোমাকে। আচ্ছা আমরা যাই আপনি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।

অজানা ॥ আপনারা চলে যাচ্ছেন ? এখনি ?

মানস ॥ বাঃ রাত হয় নি।

উদয় ॥ হ্যাঁ, তা তো বটেই—রাত হয়েছে বৈকি ॥

অজানা ॥ কোথায় রাত ? এত তাড়াতাড়ি যাবেন না।

মানস ॥ বাঃ, আপনার তো ঘুম পেয়েছে, আপনি শুয়ে পড়ুন।

অজানা ॥ না না—আমার এখন ঘুম হবে না। উদয় বাবু, আপনার রাগিণীর কথা বলুন না একটু।

মানস ॥ দেখুন, ও যদি এখন সেই রাগিণীর কথা পাড়ে, তাহলে রাত কাবার করে দেবে। সে বিরাট ব্যাপার। উদয়, চল, আমরা এবার যাই।

উদয় ॥ একটু দাঁড়াও না মানস। উনি নিশ্চই গান খুব ভালবাসেন।

অজানা ॥ ঠিক বলেছেন। আমি গান ভীষণ ভালবাসি।

উদয় ॥ সে আমি আপনার কথা শুনেই বুঝেছি। নাহলে এতদিন এত লোকের কাছে গেছি কেউ তো কানই দেয় না—বরং সবাই discourage করে। সবাই বলে পাগল—

অজানা ॥ সে কি আপনাকেও ?

মানস ॥ হ্যাঁ—ওকে-ও।

উদয় ॥ ওকে-ও মানে ?

মানস ॥ মানে পরে বলব এখন চল।

অজানা ॥ একটু দাঁড়ান না, উদয়বাবু। কারা আপনাকে পাগল বলে ?

উদয় ॥ কে বলে না তাই বলুন। শহরশুদ্ধ লোক—কলেজের সবাই—কোকিলা দেবী তো আছেনই—

অজানা ॥ কোকিলা দেবী ! কোকিলা দেবীকে আপনি গান শোনাতে গিয়েছিলেন ?

উদয় ॥ আজ্ঞে না—অত সাহস পাই নি—কলেজে চাঁদা তুলতে গিয়েছিলাম—তাতেই—

অজানা ॥ কিসের চাঁদা ?

মানস ॥ উদয় !

উদয় ॥ আহা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন মানস ? কি জানেন—গবেষণা তো আর খালি গলায় হয় না—কয়েকটা যন্ত্রের দরকার—অত টাকা তো আমার নেই—শহরে এত লোক আছেন সবাই যদি কিছু কিছু দিতেন। এইতো দেখুন না চাঁদার খাতা (একটি খাতা বার করে) এখনো পর্যন্ত একজনই চাঁদা দিয়েছে—ঐ মানস।

অজানা ॥ (খাতাটা নিয়ে) উদয়বাবু, আমি এখানে সই করতে পারতাম—কিন্তু—

উদয় ॥ না না, এ আপনি কি বলছেন ? আপনি কি ভাবলেন যে আমি আপনাকে ঐ জন্যে দেখালাম ?

মানস ॥ ঐ জন্যে তোমাকে তখন থেকে বলছি ! দেখ তো কত রাত হয়ে গেল। কাল সকালে দেরী হলে আবার কোকিলা দেবীর লেকচার শুনতে হবে না ?

উদয় ॥ হ্যাঁ তা বটে! ভাল কথা বলেছ! আর তাছাড়া আপনারও তো দেরী হয়ে গেল—

অজানা ॥ কিন্তু আপনার গানের কথা তো বললেন না—

উদয় ॥ সে হবে এখন পরে। এখন আমরা চলি।

অজানা ॥ আমাকে এখানে একা রেখে যাচ্ছেন ?

উদয় ॥ ও—তাই তো।

মানস ॥ (টেব্‌ল্‌ থেকে বইটা নিয়ে) কিছু ভয় নেই আপনার। আপনি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।

[উদয় বেরিয়ে যায়, মানসও দরজার দিকে যায়]

অজানা ॥ (হঠাৎ আর্তনাদ করে) উঃ মাগো!

মানস ॥ (দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে) কি হল ?

অজানা ॥ ইঁদুর!

উদয় ॥ (ফিরে এসে) ইঁদুর ?

অজানা ॥ হ্যাঁ—আমার পায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল—

মানস ॥ (অজানার দিকে এক মুহূর্ত নীরবে চেয়ে থাকে। তারপর উদয়ের দিকে ফিরে) উদয়, তুমি যাও আমি আসছি।

উদয় ॥ আচ্ছা ···(আপন মনে) কিছুই বুঝতে পারছি না। (বেরিয়ে যায়)

মানস ॥ (অজানার কাছে এগিয়ে আসে) ইঁদুর-টিঁদুর সব বাজে কথা—তাই না ? (অজানা ঘাড় নেড়ে স্বীকার করে) আপনি কি আরম্ভ করেছেন ? কি করতে চান আপনি ?

অজানা ॥ আপনি যাবেন না। আমাকে—আমাকে আপনার সেই তারাটা না দেখিয়ে চলে যাবেন না।

মানস ॥ একটু আগে আমি যখন দেখাতে চাইছিলাম, তখন তো ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন।

অজানা ॥ আমার ভয় করছিল! আপনি যেন কেমন ভাবে যেন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বলে যাচ্ছিলেন—আমি তার কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

মানস ॥ দেখুন, আমার মাঝে মাঝে ওরকম হয়—যদিও খুব বেশী নয়, তবু যখন হয়—

অজানা ॥ তাছাড়া—তাছাড়া—আমি ওসব নাম কোনদিন শুনি নি। সত্যি কথা বলতে কি আমি কোনদিন আকাশের তারা নিয়ে মাথাই ঘামাই নি।

মানস ॥ সে কি? তা-ও কি সম্ভব? আপনি কোনদিন আকাশের দিকে চেয়েই দেখেন না?

অজানা ॥ বাঃ, তা দেখি বৈকি! মেঘ করেছে কিনা, বৃষ্টি হবে কিনা (কৈফিয়ৎ দেবার সুরে) মানে—কিরকম কাপড়-জামা পরব, কি জুতো পরব তাই দেখার জন্যে।

মানস ॥ কী আশ্চর্য! আপনি আকাশের দিকে চেয়ে দেখেন জুতোর জন্যে? তারার জন্যে নয়? আপনি সত্যি জীবনে কোনদিন আকাশের তারার দিকে চেয়ে দেখেন নি?

অজানা ॥ হয়তো দেখেছি। মনে পড়ছে না। তাছাড়া অত সময় কোথায় আমার?

মানস ॥ কি করেন আপনি সারাদিন যে, এটুকুও সময় পান না?

অজানা ॥ ভীষণ ব্যস্ত থাকি।

মানস ॥ কি নিয়ে?

অজানা ॥ সে আর বলবেন না। মাঝে মাঝে মাথার ঠিক থাকে না। একটা দিনও আমার অবসর নেই।

মানস ॥ কিন্তু সন্ধ্যাবেলা?

অজানা ॥ ওঃ—সন্ধ্যাবেলা তো আরো সময় থাকে না।

মানস ॥ কি সাংঘাতিক! কী জীবন আপনার যে সপ্তর্ষি দেখারও সময় পান

না! ঐ ধ্রুবতারা, ঐ সপ্তর্ষি আজ কত হাজার কত লক্ষ বছর ধরে আকাশে ফুটে আছে। আর আপনি একবার তাদের দিকে চেয়ে দেখারও সময় পান না।

অজানা॥ (ছেলেমানুষী কৌতূহলে) লক্ষ বছর! কৈ দেখান না আমাকে, কোথায় সপ্তর্ষি!

মানস॥ (আবার জানলার কাছে যায়) এদিকে আসুন। এবারে দেখতে পাবেন (ঘরে রাত্রের নীল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশের তারারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—জানলা দিয়ে আর সব তারার মধ্যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যাচ্ছে খুব স্পষ্ট করে) ঐ দেখুন—সাতটা তারা—মনে হচ্ছে যেন একটা গাড়ি উল্টে আছে—চাকাগুলো ওপর দিকে দিয়ে—কিংবা যেন একটা ভাল্লুক চিৎ হয়ে থাবাগুলো তুলে ঘুমোচ্ছে—যেজন্যে ওর ইংরাজী নাম great bear

অজানা॥ হ্যাঁ—এই যে, এবারে ঠিক বুঝতে পেরেছি। সাতটা তারাই তো! চারটে আর ঐ তিনটে। (উত্তেজিত, আনন্দিত) সত্যি, কি সুন্দর! (অনেকক্ষণ চুপ করে দেখে) কত বড় তারাগুলো! কত বড় আর কী সাদা—কী উজ্জ্বল।

মানস॥ সাদা দেখাচ্ছে, কিন্তু আসলে সাদা নয়।

অজানা॥ সাদা নয়? তবে কি রঙের?

মানস॥ প্রথমটা হলুদ, দ্বিতীয়টাও তাই, তৃতীয়টা আর পঞ্চমটা চুনীর রঙের। চতুর্থটা নীল।

অজানা॥ কি করে জানলেন আপনি?

মানস॥ আমি ওদের চিনি যে।

অজানা॥ আপনি আকাশের সব তারা চেনেন?

মানস॥ সব তারা কেউ চেনে না।

অজানা॥ (আগ্রহভরে আকাশের দিকে দেখিয়ে) আচ্ছা, ঐ তারাটা চেনেন ?

মানস॥ কোনটা ? কোথায় ?

অজানা॥ ঐ যে, ঐ ছোট্ট তারাটা—সপ্তর্ষির ওপরে—ষষ্ঠ তারাটার কাছে।

মানস॥ বাঁদিকে ?

অজানা॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ বাঁদিকে।

মানস॥ ওটা দেখতে পেয়েছেন ? সাবাস ! আপনার চোখ তো খুব ভাল ! ঐ তারাটার নাম অরুন্ধতী।

অজানা॥ অরুন্ধতী ! কী সুন্দর নাম !

মানস॥ ঐখানেই তো আছে আমার তারা—মানে আমি যাকে আবিষ্কার করেছি।

অজানা॥ আপনার তারার নাম কি ?

মানস॥ কি জানি—নাম এখনো দিই নি।

অজানা॥ কেন দেন নি ?

মানস॥ একটাও পছন্দমত নাম পাচ্ছি না। এমন একটা নাম হওয়া দরকার যেটা অরুন্ধতীর সংগে মানাবে। মৈত্রেয়ী হতে পারত ! বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী আর যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী ! কিন্তু মৈত্রেয়ী নামটা বড় খটমটে —শুনতে ভালো লাগে না !

অজানা॥ আচ্ছা, আপনি ঠিক জানেন যে, ওখানেই আপনার তারাটা আছে ?

মানস॥ ঠিক জানি।

অজানা॥ তাহলে দেখা যাচ্ছে না কেন ?

মানস॥ অনেক দূরে আছে যে।

অজানা॥ দূরবীণ দিয়েও দেখা যাবে না ? বা অন্য কোন শক্তিশালী যন্ত্র দিয়ে ?

মানস ॥ না, কোন দূরবীণ বা অন্য কোন যন্ত্র অতদূরে যায় না। তবে আমি দেখতে পাই। দূরে—ওর থেকে আরো অনেক দূরে দেখতে পাই।

অজানা ॥ (আশ্চর্য হয়ে) কি করে ?

মানস ॥ চোখ বুজে। আমি জানি ও কোথায় আছে। চিনি ওর কক্ষপথ—তাই বুঝতে পারি কোন পথ দিয়ে ও চলেছে।

অজানা ॥ পথ! ওর আবার পথ আছে ?

মানস ॥ আছে বৈকি ! যে পথ দিয়ে ও অন্ধকারে হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে—অদৃশ্য, অজ্ঞাত, অপরিচিত।

অজানা ॥ কিন্তু ওকে কি কোনদিনই কেউ দেখতে পাবে না ? কোনদিন না ?

মানস ॥ কোনদিনই না।

অজানা ॥ ইস্!

মানস ॥ যদি পথটা শুধু আর একটু—অল্প-একটু সরে আসত—

অজানা ॥ তাহলে কি হত ?

মানস ॥ তাহলে ঐখানে ওকে দেখা যেত (হাত দিয়ে দেখিযে) ঠিক ঐখানে ও প্রতিরাত্রে জ্বলজ্বল করত।

অজানা ॥ সপ্তর্ষির ওপরে ?

মানস ॥ সপ্তর্ষির ওপরে—অরুন্ধতীর পাশে।

অজানা ॥ তা কি কিছুতেই হতে পারে না ?

মানস ॥ না।

অজানা ॥ কেন ?

মানস ॥ তারারা যে কোনদিন তাদের নির্দিষ্ট পথের বাইরে আসতে পারে না।

[এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা—দূর থেকে একটা ট্রেনের হুইশ্‌ল্ শোনা গেল]

অজানা ॥ (চমকে উঠে) ওটা কি ? কিসের শব্দ ?

মানস ॥ রাত্রের ট্রেন যাচ্ছে।

অজানা ॥ ঐটাই তো আমার সেই ট্রেন। ভেবে দেখুন তো, আজ রাত্রে

যদি ঐ ট্রেনের নীচে মরে যেতাম, তাহলে সপ্তর্ষি না দেখেই আমার জীবন শেষ হয়ে যেত! (আরো দূর থেকে হুইশ্‌লের শব্দ আসে) শুনছেন?—চলে যাচ্ছে...চলে গেছে—যদি এখন ঐখানেই থাকতাম—

মানস॥ তাহলে—তাহলে—(বলতে সাহস পায় না)

অজানা॥ মরে যেতাম—তাই না?

মানস॥ কিন্তু কেন আপনি ওরকম করছিলেন তখন?

অজানা॥ কি জানি কেন?

মানস॥ আপনার জীবনে কি এতই দুঃখ!

অজানা॥ দুঃখ! কি জানি—সেকথা তো কোনদিন ভাবি নি।

মানস॥ তবে?

অজানা॥ বোধহয় বিরক্তি! রোজ রোজ একই লোক, একই কথা, একই অংগভংগি! মাঝে মাঝে মনে হয় চীৎকার করে উঠি। আবার চুপ করে যাই। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে পাগলের মতন দরজা ভেঙে পালিয়ে যাই। ছুটে যাই যেদিকে দুচোখ যায়। কিছুক্ষণ পরে আবার সে-ইচ্ছেও চলে যায়, শান্ত হয়ে যাই।

মানস॥ আজ সন্ধ্যায় তো পালিয়েই এসেছেন!

অজানা॥ ও! এমন তো আবও কতবার পালিয়ে গেছি—আবার ফিরেও গেছি।

মানস॥ এবারেও তো ফিরে যাবেন!

অজানা॥ হয়তো যাব! তবু তো এবারে নতুন কিছু দেখলাম। (জানলার দিকে ফিরে) সপ্তর্ষি তো দেখা হল।

মানস॥ ঠিক বলেছেন। সপ্তর্ষি চিরদিনই নতুন।

অজানা॥ সে কি? আপনার কাছেও?

মানস॥ আমার কাছেও। জানেন, এক একটা সন্ধ্যা আসে, যখন কিছুই ভাল লাগে না, কোন কিছুতে উৎসাহ আসে না—তখন মনে হয় যেন

আমি কত ছোট, কত নগণ্য। শুধু এই এক সামান্য গ্রহের অধিবাসী—এর পাশ দিয়ে কত বিরাট বিরাট নক্ষত্র মুহূর্তের জন্যে এর প্রতি দৃক্‌পাত না করেই চলে যাচ্ছে!

অজানা॥ দৃকপাত না করেই।

মানস॥ আবার কোন কোন সন্ধ্যায় জানলার কাছে দাঁড়িয়ে মনে হয়, ঐ যে সুদূর আকাশের অগণ্য নক্ষত্র—ওরা তো আমাদেরই প্রতিবেশী। মনে হয় ওরা আমাদের কত আপন, কত দিনের পরিচিত—যেন এখান থেকে ওদের নাম ধরে ডাকলে সাড়া পাওয়া যাবে।

অজানা॥ কে বলতে পারে হযতো সত্যিই একদিন সাড়া পাবেন।

মানস॥ এক এক রাত্রে আবার সমস্ত আকাশটাকে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি—তারাগুলো যেন ঠাণ্ডা, মৃত—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন অবাস্তব, অবান্তর। আর তাব মধ্যে আমাদের এই পৃথিবী—এই নগণ্য গ্রহটি যেন এক অখ্যাত, অজ্ঞাত ছোট শহরের মতন—যেখানে কলের জল নেই, ইলেকট্রিকের আলো নেই, যেখানে মেল ট্রেন দাঁড়ায় না—এমনিই তুচ্ছ, এমনিই অকিঞ্চিৎকর। আবার কোন কোন রাত্রে মনে হয় যেন সমস্ত জগৎটা কি এক প্রাণবহ্নিতে দেদীপ্যমান। যেন কান পেতে থাকলে দূরতম তারার অভ্যন্তরেব সমুদ্রের কল্লোল, অরণ্যের মর্মর সব শোনা যাবে। সেইসব সন্ধ্যাগুলোয় মনে হয় যেন সমস্ত আকাশ কি এক অদৃশ্য ইংগিতে, অশ্রুত আহ্বানে পূর্ণ। যেন সব গ্রহ-নক্ষত্রের প্রাণীরা, যারা কোনদিন পরস্পরকে দেখে নি—তারা পরস্পরকে অনুভব করছে, খুঁজছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে—

অজানা॥ (মৃদুস্বরে, প্রায় ভয় পেয়ে) সাড়া পায়?

মানস॥ কোনদিন না।

অজানা॥ কেন?

মানস ॥ এক তারা থেকে যে আর এক তারায় যাওয়া যায় না—কোন তারা যে কোনদিন পথভ্রষ্ট হতে পারে না।

অজানা ॥ কী দুঃখ!

মানস ॥ দুঃখ—কিন্তু এ অনুভূতি বড সুন্দর! মনে হয়, এই অসীম আকাশের নীচে আমি একা নই। অন্য কোথাও, অন্য কোন জগতে—অন্য কোন নক্ষত্রপুঞ্জে—সপ্তর্ষিতে, ধ্রুবতারায় কিংবা অরুন্ধতীতে—

অজানা ॥ কিংবা আপনার ঐ নাম না-জানা তারায়—

মানস ॥ কিংবা আমার ঐ নাম না-জানা তারায়—এখানকার এই দৈনন্দিন তুচ্ছতা—যাকে আমরা জীবন বলি তা হয়ত সম্পূর্ণ অন্যরূপে ফুটে ওঠে। একই আকাশের তলায়, তবু—ওখানকার সবকিছুই হয়ত আলাদা। হয়তো এখানে যা কঠিন, দুঃসাধ্য, ওখানে তা সহজ, সুগম। এখানে যা দুর্ভেদ্য, অন্ধকার, ওখানে তা স্বচ্ছ, আলোকোজ্জল। আমাদের এই জীবনের যত বিফল প্রয়াস, যত ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন, যত নিষ্ফল ভালবাসা, ধরা-ছোঁওয়ার অতীত যত অনুভূতি, সব, স-ব ওখানে সহজ সুন্দররূপে মূর্ত হয়, পূর্ণ হয়, সার্থক হয়।

অজানা ॥ আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় যে—ওখানেও—ওখানেও মানুষ আছে? আমাদের মত মানুষ?

মানস ॥ মানুষ? তা জানি না। আমাদের মত মানুষ হয়তো নেই। তবে অন্য কোন প্রাণী হয়ত আছে—আরো হাল্কা, আরো উজ্জল, আরো ভাসমান—(অজানার দিকে চেয়ে গাঢস্বরে) আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ যখন তোমাকে এমন শুভ্র, স্বচ্ছ, উজ্জল মূর্তিতে ধূলায় মলিন, ধোঁয়ায় ধূসর স্টেশনের মধ্যে ঢুকতে দেখলাম—এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল যেন তুমি এ জগতের কেউ নও—এই পৃথিবীর বাইরের জগৎ থেকে ভেসে এসেছ—

অজানা ॥ হতেও তো পারে যে, আমি সত্যিই অন্য জগতের—

মানস ॥ না—তা সত্যি হতে পারে না।

অজানা ॥ কি করে জানলেন ?

মানস ॥ কোন তারা যে কোনদিন পথ ছেড়ে সরতে পারে না—যেতে যেতে থামতেও পারে না।

অজানা ॥ আমি সেই তারা—যে চলতে চলতে থেমে দাঁড়ায় (মানসের কাছে সরে আসে। মানস দুহাতে অজানার মুখ তুলে ধরে গভীর দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে চেয়ে থাকে)

মানস ॥ তোমার নাম কি ?

অজানা ॥ খনা।

মানস ॥ খনা! কী সুন্দর নাম। ঠিক যেন একটি তারার নাম। (মনে কি এক চিন্তার উদয় হয়ে মুখ উজ্জল হয়ে ওঠে) হ্যাঁ—তারারই তো নাম। অরুন্ধতী...আর...খনা।

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

[পরের দিন সকাল। একই দৃশ্যসজ্জা। দিনের আলোয় অন্য রকম দেখাচ্ছে। জানলা দিয়ে বাগান দেখা যাচ্ছে। অতি সাধারণ কয়েকটা ফুলের গাছ রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়েছিল। দিনের আলোয় তারাই যেন ঘরে একটি সুন্দর আবহাওয়া এনে দিয়েছে।

পর্দা ওঠার সময় ঘরে কেউ নেই। বাইরে বাগান থেকে খনার গলা শোনা যাচ্ছে। একটা চলতি গানের সুর গুণগুণ করে গাইছে—খুব যে মন দিয়ে গাইছে তা' নয়। হঠাৎ খিলখিল হাসিতে গান বন্ধ হয়ে যায়। মানস বাঁদিক দিয়ে ঢোকে। ভীষণ ব্যস্ত, গেঞ্জি গায়ে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে জানলার কাছে যায়।]

মানস ॥ খনা! খনা!

খনা ॥ কি-ই-ই।

মানস ॥ গান গেয়ো না লক্ষ্মীটি!

খনা ॥ কেন? তোমার গান ভাল লাগে না?

মানস ॥ ভাল লাগার কথা হচ্ছে না। বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে—চ্যাটার্জি বাড়ি থেকে দেখতে পাচ্ছে!

খনা ॥ শুধু চ্যাটার্জি বাড়া গুপ্তবাড়ি, সরকার বাড়ি—(আবার হাসি)

মানস ॥ খনা! হেসো না অত জোরে—দোহাই তোমার। রাস্তা থেকে সব শোনা যাচ্ছে।

খনা ॥ তা তো যাবেই।

মানস ॥ (ঘরের ভেতর দিকে এসে মাথা মুছতে মুছতে আপন মনে) না চাকরীটি এবার গেল। (জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে) খ-না।

খনা॥ (ডান দিক দিয়ে ঢোকে। বাঁহাতে নানারঙের ফুলের একটা গুচ্ছ) চেঁচিও না। বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে।

মানস॥ (পেছন ফিরে, চমকে) বাইরে কি করছিলে তুমি ?

খনা॥ ফুল তুলছিলাম।

মানস॥ চমৎকার। একটু তো বিবেচনা করতে হয়। এই রকম কাপড় জামা পরে সকালবেলা বাগানে বেড়াচ্ছ, যাতে সারা পাড়া দেখতে পায়।

খনা॥ (হাসি মুখে) শুধু পাড়া ? সারা শহর।

মানস॥ খনা।

খনা॥ আমার ভীষণ ভাল লাগছে জান। এত ভাল লাগছে যে, সে তোমাকে বোঝাতে পারব না। এত আলো, এত হাওয়া—আর এই ফুলগুলো—এত সুন্দর ফুল যেন জীবনে দেখিনি। এরা যেন সকালবেলা হাসিমুখ তুলে 'এসো এসো' বলে ডাকছে।

মানস॥ (কিছুক্ষণ খনার দিকে চেয়ে থেকে) কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে খনা।

খনা॥ আমাকে ! না এই ফুলগুলোকে ? কী সুন্দর এই ফুলের গুচ্ছ, এই জীবন, এই ঘর।

মানস॥ (হাত উল্টে) ঘর। (যেন বলতে চায় যে, ও-কথা না বলাই ভাল)

খনা॥ অপরূপ।

মানস॥ কাল সন্ধ্যায় না বলছিলে সাংঘাতিক।

খনা॥ কাল সন্ধ্যা আর আজ সকালের মধ্যে যে একটা পুরো রাত কেটে গেছে। আর কী একটা রাত।

মানস॥ (মৃদুস্বরে) সত্যি খনা-জীবনে কোনদিন ভুলব না।

খনা॥ (আপন মনে) সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। সব বদলে গেল। এই ঘর, এই আমি, এই তুমি স-ব।

মানস ॥ আমার কি মনে হচ্ছে জান ? মনে হচ্ছে এই সব যেন মিথ্যে, যেন স্বপ্ন। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখব তুমি নেই।

খনা ॥ (উচ্ছল হেসে) কি বলছ তুমি ? আজ সকালের চেয়ে সত্যি যে আমার জীবনে আর কিছু নেই।

মানস ॥ ভাল কথা খনা। তোমার এরকম কাপড়জামা কিন্তু এখানে পরা চলবে না।

খনা ॥ চলবে না ? বেশ তো তাহলে যাই, মুখুজ্জে গিন্নী কি দত্ত গিন্নী কারো একটা ব্লাউজ চেয়ে আনি গে। ওদের জামা আমার গায়ে হবে না ? আচ্ছা দত্ত গিন্নী নিশ্চই খুব মোটা ! তাই না ? (হাসতে থাকে)

মানস ॥ তামাসা রাখ খনা। ঠাট্টার সময় নেই। আমি তাড়াতাড়ি কলেজ যাচ্ছি—দেরী হয়ে গেছে (ঘড়ি দেখে) ওঃ আটটা বাজতে দশ ! ক্লাসে যাবার আগে মাইনেটা নিতে হবে। আজ পয়লা (পাঞ্জাবী পরে)

খনা ॥ পয়লা ?

মানস ॥ হুঁ (তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ায়) মাইনেটা নিয়ে পরেশের কাছে যেতে হবে।

খনা ॥ পরেশ আবার কে ?

মানস ॥ সেন্ট্রাল স্টোর্সের পরেশ। ওর দোকান থেকে আপাততঃ একটা জামা নিয়ে আসি—যা পরে ঘর থেকে বেরোতে পারো।

খনা ॥ কেন ? ঘর থেকে বেরিয়ে কি হবে ! আমি ঘরেই থাকব।

মানস ॥ কতক্ষণ ?

খনা ॥ সারা জীবন।

মানস ॥ সারা জীবন এই একবস্ত্রে ?

খনা ॥ হুঁ-উঁ। আমাকে শুধু তুমি কিছু খাবার এনে দিও—বড্ড খিদে পাচ্ছে।

মানস ॥ ইস্ তাই তো। আমার তো সেকথা একেবারেই মনে ছিলনা।

খনা ॥ আর তুমি ?

মানস ॥ আমি এই ক্লাসটা নিয়ে ক্যান্টিনে কিছু খেয়ে নেব। (জুতো পায়ে দিয়ে দরজার দিকে যায়)

খনা ॥ শোন। একটু দাঁড়াও।

মানস ॥ (চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে) কি হল আবার ?

খনা ॥ এদিকে এসো! কি করে চুল আঁচড়েছ বলো তো। কি বিশ্রী দেখাচ্ছে।

মানস ॥ খনা! দেরী হয়ে গেছে।

খনা ॥ (চিরুনি নিয়ে চুল আঁচড়ে দেয়) দাঁড়াও না একটু শান্ত হয়ে। এই তো! (এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে) মানস।

মানস ॥ (ধৈর্যচ্যুত হয়ে) কি—?

খনা ॥ তুমি কি জান তুমি কত সুন্দর ?

মানস ॥ (ক্ষিপ্তভাবে ঘড়ি দেখে) খনা! আটটা বাজতে পাঁচ।

খনা ॥ আটটা বাজতে পাঁচ হলেও তুমি খুব-খুব সুন্দর। (হাসতে থাকে)

মানস ॥ নাঃ এ কখনো সত্যি হতে পারে না। (বেরিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে) খনা—লক্ষ্মী হয়ে থেকো। বাইরে বেরিয়ো না, জানলায় দাঁড়িও না।

খনা ॥ (মানসের গলা নকল করে) হেসো না—গান গেয়ো না।

মানস ॥ হ্যাঁ নিশ্চই। গান গেয়ো না। আর যাই কর। (মানস বেরিয়ে যায়—খনা সেদিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। ক্রমশঃ স্মিতহাস্যে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে) পাগল! কিন্তু এত ভাল। (ঘরের চারদিকে দেখে। দেওয়ালে কেপ্‌লার ও কোপারনিকাসের ছবি দুটির দিকে চেয়ে থাকে, আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে যায়। ডানদিকের দরজায় একটা মৃদু করাঘাত শোনা যায়। খনা শুনতে পায় না। একটু পরে আবার করাঘাত, তারপর এদিকওদিক চাইতে চাইতে যমুনা ঢোকে।

হাতে কলেজের বই খাতা, টান করে চুল বাঁধা—খুব সাধারণ একটা শাড়ি পরা, কাঁধে পিন আটকানো)

যমুনা ॥ শুনুন প্রফেসর মিত্র বাড়ী নেই ? (খনা চমকে উঠে পেছন ফেরে—যমুনাও খনাকে দেখে আশ্চর্য ও হতবুদ্ধি হয়ে যায়) কিছু মনে করবেন না ! আমি ভেবেছিলাম যে –ভেবেছিলাম যে—(প্রস্থানোদ্যত)

খনা ॥ চলে যাচ্ছ কেন ? কি ভেবেছিলে তুমি ?

যমুনা ॥ ভেবেছিলাম যে, মানস বাবু এখানে থাকেন।

খনা ॥ ঠিকই তো ভেবেছিলে। মানস বাবু তো এখানেই থাকেন।

যমুনা ॥ তা' কি করে হবে ?

খনা ॥ কেন ? না হবার কি আছে ?

যমুনা ॥ কেন না—কেন না—(কি বলবে ভেবে না পেয়ে) আমি তো আপনাকে কোনদিন দেখি নি।

খনা ॥ আমিও তো তোমাকে কোনদিন দেখি নি। তা সত্ত্বেও মানস বাবু এখানেই থাকেন। এই তো এখনি বেরিয়েছেন। রাস্তায় দেখা হয় নি ?

যমুনা। না—আমি তো বড় রাস্তা দিয়ে এলাম –উনি বোধহয় শর্টকাট করে গেছেন।

খনা ॥ তাঁর সংগে তোমার কোন দরকার ছিল ?

যমুনা ॥ হ্যাঁ—আচ্ছা, আপনি একটু তাঁকে একটা কথা বলতে পারবেন ?

খনা ॥ কি কথা বল।

যমুনা ॥ আমি ওঁকে বলতে এসেছিলাম—(হঠাৎ চোখে জল এসে যায়)—আমাকে যেন কলেজ থেকে বার করে না দেয়।

খনা ॥ কে তোমাকে কলেজ থেকে বার করে দিচ্ছে ? মানস বাবু ?

যমুনা ॥ (তাচ্ছিল্যভরে—যেন বোঝাতে চায় যে, এর সংগে কথা বলা শুধু সময় নষ্ট) আরে না। কোকিলাদি। জানেন, কোকিলাদি, মানে আমাদের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল—বলে দিয়েছেন যে, গভর্নিং বডির মিটিং

না হওয়া পর্যন্ত আমাকে কলেজে ঢুকতে দেবে না। আজ আমাকে ক্লাসে ঢুকতে দেয়নি। তাই আমি ওখান থেকে ছুটতে ছুটতে এলাম যদি মানস বাবু একটু আমার হয়ে বলে দেখেন—তা উনি যখন বাড়ীতেই নেই, তখন আমি যাই। (প্রস্থানোদ্যত)

খনা ॥ আচ্ছা, শোন।

যমুনা (দাঁড়িয়ে) আমায় কিছু বলবেন ?

খনা ॥ আচ্ছা, মানস বাবু তোমাদের পড়ান ?

যমুনা ॥ হ্যাঁ।

খনা ॥ ইস, তোমাদের কী ভাগ্য।

যমুনা ॥ কেন বলুন তো ?

খনা ॥ এমন লোকের কাছে পড় তোমরা !

যমুনা ॥ (নিস্পৃহভাবে) হ্যাঁ তা' আচ্ছা আমি যাই। কোকিলাদি জানতে পারলে আর রক্ষে রাখবেন না।

খনা ॥ দাঁড়াও না একটু। কোকিলাদি তো এখন কলেজে। (যমুনার দিকে ভাল করে দেখে কি সুন্দর শাড়ী তোমার, কি চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে !

যমুনা ॥ আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন ?

খনা ॥ না না সত্যি বলছি। বিশ্বাস কর, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। আহা, আমার যদি এমন একটা এমন সুন্দর ডুরে শাড়ী থাকত !

যমুনা ॥ না আপনি সত্যি ঠাট্টা করছেন ! আপনার এমন—এমন—(কথা খুঁজে পায় না)

খনা ॥ (তিক্ত স্বরে) কি এমন ?

যমুনা ॥ (সপ্রশংস কণ্ঠে) আমি কোনদিন এমন কাপড়জামা দেখি নি। কোথ্থাও না। দাঁড়ান একটু ভাল করে দেখে নি—ক্লাসের মেয়েদের কাছে বলব। (ভাল করে কাপড়জামা দেখে) আচ্ছা বলুন না, এগুলো কোথা

থেকে কিনেছেন? আপনি কোথা থেকে আসছেন? (হঠাৎ রাস্তায় একটা গাড়ীর শব্দ শোনা যায়। যমুনা আশ্চর্য হয়ে শোনে) এ আবার কি? (শব্দটা আরো কাছে আসে) একটা গাড়ি! এই রাস্তায়!

খনা॥ (কোন গুরুত্ব দেয় না) তাতে কি হল!

যমুনা॥ আরে এই রাস্তায় আসছে—এইখানে দাঁড়াল এই বাড়ীর সামনে (জানলার ধারে গিয়ে বাইরের দিকে দেখে) ওমা কি হবে স্টেশন মাস্টার মশাই এখানে। ঐ গাড়ী থেকে নামলেন—আরো একজন—এক ভদ্রলোক।

খনা॥ (চমকে) এক ভদ্রলোক!

যমুনা॥ হ্যাঁ একজন স্যুটপরা ভদ্রলোক, গলায় টাই বাঁধা।

খনা॥ (উদ্বিগ্নভাবে) স্যুটপরা ভদ্রলোক? (জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকায়, চাপা আর্তনাদের স্বরে) ও—ই এসেছে।

যমুনা॥ কে? ও কে? (খনা এক মূহূর্ত দ্বিধা করে, দরজার দিকে তাকায়, জানলার দিকে তাকায় তারপর দ্রুত পদে গিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়) ও কে?

[স্টেশন মাস্টার ঢোকেন, তার পেছনে ঢোকে গিরীন। ব্যবসায়ী লোক। বড় শহরে চোখে পড়ার মতন নয়। কিন্তু এখানে, এই শহরের অধিবাসীদের সংগে তার পার্থক্যটা খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যায়। দেখেই বোঝা যায় যে, এরা সেই ধরনের লোক, যারা বড় হোটেলে পানশালায়, জুয়াঘরে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে। টাকা যেমন সহজে আনতে পারে, তেমনি খরচ করতেও বাধে না। হাবভাবে দৃঢ়তা আছে, কিন্তু ঔদ্ধত্য নেই। পরণে দামী ও সুরুচিপুর্ণ পোশাক]

মাস্টার॥ (আগের কথার জের টেনে) যা বলছিলাম কর্তব্য সবার আগে। কেমন কিনা? আইন। বাপ হোক, ভাই হোক, বোন হোক কিছুতেই

কিছু এসে যায় না। আইন সবায়ের ওপর। (যমুনাকে দেখে) একি তুমি এখানে ? মানস বাবু বাড়ি আছেন ?

[যমুনা ঘাড় নাড়ে]

গিরীন ॥ আচ্ছা, আপনি ঠিক জানেন যে, আমি যে ভদ্রমহিলার কথা বলছি, তিনি এখানে আছেন ?

মাস্টার ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ জানি বৈকি ! নইলে কি আর আপনাকে শুধু শুধু নিয়ে এলাম। এইটাই মানস মিত্রের বাড়ি আর কাল সন্ধ্যার পর তো তার সংগেই উনি আমার ওখান থেকে এলেন। দুজনে একসংগেই এলেন।

গিরীন ॥ আচ্ছা।

মাস্টার ॥ মানে, মিত্তির অবশ্য বলল যে, ওকে পৌঁছে দিয়েই এক বন্ধুর বাড়ি চলে যাবে। (রহস্যপূর্ণ স্বরে) তবে কিনা বুঝতেই পারছেন—

গিরীন ॥ (আপন মনে) এ-ও সম্ভব ! (কৌতূহল ও কৌতুকের সংগে চারদিকে তাকিয়ে) এইখানে ও একরাত থেকেছে। এইখানে ! তাও কি হয় ?

মাস্টার ॥ আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না ? ওকেই জিজ্ঞেস করুন। (যমুনাকে) আচ্ছা তুমি কতক্ষণ হল এসেছ ?

যমুনা ॥ এই একটু আগে।

মাস্টার ॥ তুমি যখন এসেছিলে, এক ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলে এখানে।

গিরীন ॥ একজন অল্পবয়সী ভদ্রমহিলা। ফর্সা, সাদা শাড়ী পরা।

যমুনা ॥ (এতক্ষণ পরে গিরীন তার সঙ্গে কথা বলায় থতমত হয়ে যায়—কি বলবে ভেবে পায় না) হ্যাঁ—হ্যাঁ—মানে—ঠিক—না বোধহয়।

গিরীন ॥ হ্যাঁ, না, না ?

যমুনা ॥ (বিব্রত ভাবে) আমি দেখুন—(আর কোনো কথা ভেবে না পেয়ে) হ্যাঁ—ছিলেন—আমি দেখেছি।

মাস্টার ॥ তা তিনি গেলেন কোথায় ? (যমুনা একটু ইতস্ততঃ করে বাঁদিকের দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে দেয়) ঐখানে ? (এক পা এগিয়ে যায়)

গিরীন ॥ (মাস্টারকে থামিয়ে দেয়) আপনি দাঁড়ান। (দরজার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। যমুনা এই অবসরে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে যায়)

মাস্টার মশাই আপনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন যে এখানে যিনি আছেন তিনিই সেই ভদ্রমহিলা ?

মাস্টার ॥ তার আর কোন সন্দেহ আছে ? ফর্সা সাদা শাড়ী পরা। আর কি চাই ? সবই তো মিলে যাচ্ছে। যাচ্ছে না ?

গিরীন ॥ হ্যাঁ, তা যাচ্ছে বটে।

মাস্টার ॥ তবে আর কি ? এবারে ওঁকে এ-ঘরে ডাকি, স্বচক্ষে দেখুন। (আবার দরজার দিকে এগোয়)

গিরীন ॥ না, আপনার ডাকবার দরকার নেই।

মাস্টার ॥ তা বেশ তো, আপনিই ডাকুন। তবে আমারও ওঁর সংগে একটু দরকার আছে। জবানবন্দীটা নিতে হবে তো।

গিরীন ॥ এখন আর জবানবন্দী কিসের ? আমি তো জরিমানা শুদ্ধ টিকিটের দাম দিয়েই দিয়েছি।

মাস্টার ॥ (দুঃখিত ভাবে) হ্যাঁ তা দিয়েছেন বটে।

গিরীন ॥ তবে ? জবানবন্দী নিতে হলে আপনার কাল রাত্রেই নেওয়া উচিত ছিল।

মাস্টার ॥ হুঁঃ কাল রাত্রে ? কম চেষ্টা করেছি কাল ? তা নামধাম কিছুতে বললেন না ! নাম জিজ্ঞাসা করলেই বলেন যে, লাইনে পড়ে খুন হবেন।

গিরীন ॥ (উদ্বেগহীন) তাই নাকি ?

মাস্টার। তবে আর বলছি কি ! যে করে বাঁচিয়েছি কাল। মরবে তো মরবেই—কি জেদ মেয়ের ! আমি না থাকলে পরে আর দেখতে হত না।

গিরীন ॥ (মাস্টারের পিঠে হাত দিয়ে) ঠিক বলেছেন মাস্টার মশাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার মতন এমন কাজের লোক হয় না। (আস্তে আস্তে দরজার দিকে ঠেলে) কিন্তু এখন আপনি আসুন—আমি একাই দেখছি।

মাস্টার ॥ আসব? আচ্ছা। (যেতে যেতে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে) ইস, এমন সুযোগটা মাঠে মারা গেল। আজ পোনেরো বছর হোলো একটাও জবানবন্দী নিতে পারি নি। আর—এমন সুযোগ কি আর কখনো আসবে? (চলে যায়)

[মাস্টার বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত গিরীন অপেক্ষা করে। তারপর আস্তে আস্তে বাঁদিকের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দু' এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে একটু কৌতুকের হাসি। কড়া ধরে দরজাটা খোলে, বাইরে দাঁড়িয়েই আঙুল দিয়ে ইশারা করে খনাকে ভেতরে ডাকে। খনা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। গিরীন কোন কথা না বলে আবার ডাকে। এবার খনা বেরিয়ে আসে]

গিরীন ॥ তারপর খনা! (বিদ্রূপের স্বরে) ভালো তো? রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল?

খনা ॥ (বিদ্রূপের স্বরে) ধন্যবাদ। তোমার?

গিরীন। একেবারেই না। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত তো খেললামই। তারপর হোটেলে এসে দেখি তুমি নেই। গোড়ায় ভাবলাম বুঝি ঘর বদলেছ। তারপরে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে তুমি হোটেলেই নেই। তখন ঘুমের আশা ত্যাগ করে চোখে মুখে জল দিয়ে তোমাকে খুঁজতে বেরোলাম। গোড়ায় গেলাম রয়্যাল হোটেলে।

খনা ॥ সেখানেও আমাকে পেলে না।

গিরীন ॥ না, দেখলাম তুমি সেখানেও যাওনি। তবে সেখানকার একজন কর্মচারী বলল যে তোমাকে স্টেশনের দিকে যেতে দেখেছে। গেলাম

স্টেশনে। রেস্তোরাঁর বয় যদু বলল যে, তোমাকে মেল ট্রেনে উঠতে দেখেছে।

খনা॥ তোমার খবর দেবার লোক তো অনেক দেখছি।

গিরীন॥ নিশ্চয়ই। টাকা তো এমনি দিই না। যাই হোক্ তখন বাড়িতে ফোন্ করলাম। শুনলাম বাড়িতেও যাওনি। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, ট্রেন ঠিক সময়েই পৌঁছেছে। তখন একটু ভাবনা হল।

খনা॥ ভাবনা হল? তোমার! বল কি?

গিরীন॥ হ্যাঁ—আমারও ভাবনা হল। তবে অবশ্য পাঁচ মিনিটের জন্যে।

খনা॥ ওঃ তাই বল।

গিরীন॥ কেন না, পাঁচ মিনিট পরেই মনে পড়ল যে, তোমার কাছে তো একটিও পয়সা ছিল না। তখন মনে হল যে, নিশ্চই তোমাকে মাঝপথে কোন স্টেশনে নামিয়ে দিয়েছে।

খনা॥ ঠিকই ধরেছ। বুদ্ধি আছে তোমার।

গিরীন॥ (কর্ণপাত না করে) তখন গাড়ি নিয়ে বেরোলাম এবং অবশেষে এই স্টেশনে এসেই তোমার খোঁজ পেলাম। স্টেশন মাস্টারকে বলতেই বুঝতে পারল। খুব কাজের লোক। তারপর তার সংগে এ বাড়ীতে এসে পড়লাম। এবং বরাবরের মতন এবারেও তোমাকে খুঁজে পেলাম।

খনা॥ এবারে হয়ত সত্যিই খুঁজে পাওনি গিরীন।

গিরীন॥ (খনার কথায় কান না দিয়ে গম্ভীর ভাবে) খনা!

খনা॥ বল।

গিরীন॥ কাল সন্ধ্যায় তোমার ওরকম ঝগড়া করা খুব অন্যায় হয়েছিল।

খনা॥ স্বীকার করছি।

গিরীন॥ আমার কোন দোষ ছিল না।

খনা॥ তাও স্বীকার করছি।

গিরীন॥ (বিরক্তভাবে) কতবার বলেছি তোমাকে যে, খেলবার সময়

আমার পেছনে বসে কথা বোল না। প্রশ্ন কোর না, টিপ্পনি কেট না টাকা চেয়ো না। তবু কেন এমন কর? দেখ, আমি জুয়া খেলি। আমারও তো একটা সংস্কার আছে।

খনা ॥ সে তো বটেই।

গিরীন ॥ (শান্ত হয়ে) তবে? এখন তো বেশ বুঝছ। তখন কেন খালি খালি বিরক্ত করছিলে? তারপর ঠিক সেই সময়টা সমানে হারছি। কি যে শনির দশায় ধরেছিল তখন। তুমি চলে যাবার খানিকক্ষণ পর থেকে অবশ্য আবার জিততে আরম্ভ করলাম—আজ ভোর পাঁচটা পর্যন্ত।

খনা ॥ আমিও চলে এলাম আর তুমিও জিততে আরম্ভ করলে? তাহলে দেখ আমিই তোমার দুর্ভাগ্যের কারণ।

গিরীন ॥ (কাছে এগিয়ে এসে) খনা! (খনা কোন সাড়া দেয় না। গিরীন খনার কাঁধে হাত দেয়) তুমি এখনো রাগ করে আছ?

খনা ॥ না, একটুও না।

গিরীন ॥ সত্যি বলছ?

খনা ॥ সত্যি বলছি।

গিরীন। লক্ষ্মী মেয়ে এবার বাড়ী চল তো। (খনা যেন শুনতে পায় না)

খনা ॥ কোন বাড়ী?

গিরীন ॥ কোন বাডী মানে? আমার বাড়ী। চল বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

খনা ॥ (শান্ত ভাবে) আমি যাব না।

গিরীন ॥ যাবে না? তবে কি করবে?

খনা ॥ থাকব।

গিরীন ॥ কোথায় থাকবে?

খনা ॥ এইখানে।

গিরীন ॥ এইখানে!

খনা ॥ হ্যাঁ।

গিরীন ॥ দেখ, অনেক বেলা হয়ে গেছে, সারারাত ঘুমোইনি, এখন ঠাট্টা রাখ। চল যাই।

খনা ॥ তুমি একাই যাও গিরীন।

গিরীন ॥ একা যাব? একা যাব মানে?

খনা ॥ একা যাবে মানে একা যাবে।

গিরীন ॥ কেন?

খনা ॥ কারণ—না—সে তুমি বুঝবে না গিরীন, কিছুতেই না। তার থেকে তুমি কোন কারণ জিজ্ঞেস কোর না—এমনিই চলে যাও।

গিরীন ॥ কি হয়েছে কি তোমার?

খনা ॥ (রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে) আমার? আচ্ছা, গিরীন, তুমি (দ্বিধাভরে) তুমি কোনদিন সপ্তর্ষি দেখেছ?

গিরীন ॥ তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

খনা ॥ (আবেগের সংগে) ঠিক বলেছ গিরীন। যবে থেকে তোমাকে চিনি এমন সুন্দর কথা আর কোনদিন বল নি। আমি হয়ত পাগল হয়েই গেছি গিরীন, আমিও পাগল হতে পারি।

গিরীন ॥ সে তো আমি অনেক দিন আগেই জানি।

খনা ॥ কিন্তু আমি তো জানতাম না। কাল রাত্রেই প্রথম জানলাম। এইখানে দাঁড়িয়ে সে কথা যেন আবিষ্কার করলাম—আর সেই সংগে আমার সমস্ত মনপ্রাণ বিদীর্ণ করে একটা মস্ত বড় সত্য প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল—গিরীন, আমরা তো সুখী নই।

গিরীন ॥ আমাদের দুজনের কথা বলছ?

খনা ॥ শুধু আমরা দুজন নই। আমাদের চারপাশের সবায়ের কথা বলছি। আমাদের পরিবেশের সব কিছুই একেবারে অর্থহীন। এ জীবনে কোন সুখ নেই।

গিরীন ॥ তা না থাকতে পারে, কিন্তু আরাম আছে।

খনা ॥ কিন্তু এ জীবন আমার কোনদিন ভাল লাগেনি।

গিরীন ॥ ভাল না লাগলেও ভাল ছিলে।

খনা ॥ না গিরীন, তুমি জান না আমার কত খ.রাপ লাগ্‌ত। কতদিন কত কেঁদেছি, কতবার পালিয়ে যেতে চেয়েছি। কিন্তু কোথায় যে যাব বুঝতে পারি নি। সব সময় যত টাকাই থাক, যত শাড়ী, যত গয়নাই থাক, মনে হত কি যেন নেই—তবু বুঝতাম না আমার কিসের অভাব।

গিরীন ॥ সপ্তর্ষির বোধহয়।

খনা ॥ ঠিক বলেছ—সপ্তর্ষিরই।

গিরীন ॥ খনা কি আবোল তাবোল বকছ ?

খনা ॥ না গিরীন। বিশ্বাস কর। আজ আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে আজ যেন জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছি। আজ সকালের সূর্য যেন আমার জন্যেই চারদিক আলোয় ভরে দিয়েছে। এই ঘর যেন হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করছে। বাগানের ঐ ফুলগুলো এমন বর্ণে গন্ধে উজ্বল হয়ে উঠেছে সে যেন শুধু আমারই জন্যে।

গিরীন ॥ (টেব্‌লেব ওপরকার ফুলের গুচ্ছ দেখিয়ে) এই ফুলগুলো! এগুলো তুমি যত্ন করে তুলে এনেছ ? তোমার সত্যিই কিছু হয়েছে। কি খেয়েছ বল তো।

খনা ॥ কি বলছ গিরীন। দেখ তো চেয়ে কি সুন্দর ফুল।

গিরীন ॥ আমার দেখবার দরকার নেই—ঐ জংগলের আগাছাগুলো আবার দেখবার কি আছে ?

খনা ॥ না এ তুমি বুঝবে না গিরীন, তুমি চুপ কর।

গিরীন ॥ চুপ করব! কেন ? তোমার জন্যে প্রতি মাসে ফুলের দোকানে কত টাকার বিল শোধ দিই সে খবর রাখ ? মার্কেটের সবচেয়ে দামী ফুলের সাজি তোমার ঘরে এসে চক্ষের নিমেষে বাসি হয়ে যায়। আবার

গাড়ি পাঠিয়ে নতুন ফুল আনতে হয়। আর এত সব কেন করি? কার জন্যে করি? যে একটা জঘন্য জায়গায় একটা জবাফুলের ঝোপ দেখে আনন্দে মূর্চ্ছা যায়, তার জন্যে!

খনা॥ চুপ কর।

গিরীন॥ কেন? তুমি শুনতে চাও না বলে? তোমার শোনার সাহস নেই বলে?

খনা॥ বলা বৃথা বলে।

গিরীন॥ বাজে বোক না। স্বীকার কর যে, তোমার সত্যি কথা শোনার সাহস নেই। খনা, তোমার কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু তাহলেও চোখ বুজে থেক না। ভাল করে চেয়ে দেখ। কোথায় তুমি তোমার অমন রাজকন্যার মতন রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ। এই চুণবালিখসা ঘর, এই ভাঙা খাট, ছেঁড়া তোষক, নড়বড়ে টেবিল (বলতে বলতে বাঁদিকের দরজার কাছে গিয়ে পড়ে। ভেতরে দেখে) খনা এইখানে তুমি স্নান করেছ? (বিতৃষ্ণার সংগে দরজাটা বন্ধ করে দেয়)

খনা॥ না। আমি বাইরে কুয়োতলায় স্নান করেছি। শরীর যেন জুড়িয়ে গেল।

গিরীন॥ কি বলছ তুমি খনা, কি হয়েছে তোমার? বাড়িতে তোমার বাথরুমে মার্বলের মেঝে, চারদিকে রঙীন কাঁচের শার্সি, বাথটাবে কলের গরম ঠাণ্ডা জল, বাথ সল্ট, ল্যাভেণ্ডার—তা সত্ত্বেও তুমি এক একদিন খুঁতখুঁত কর। আর এইখানে ঐ উঠোনের কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে তুমি স্নান করেছ? তোমার একটা কিছু হয়েছে—ব্যাপারটা গুরুতর।

খনা॥ ঠিক বলেছ গিরীন, যতদূর গুরুতর হতে পারে।

[মানস দ্রুতপদে ঢোকে, হাতে একটা মোড়ক]

মানস॥ (মোড়কটা খুলতে খুলতে) এই যে এনেছি (গিরীনকে দেখে থেমে যায়)

গিরীন ॥ ইনি কে ? এঁরই বাড়ী ? (মানস বিমূঢ় ভাবে চেয়ে থাকে)

খনা ॥ (গিরীনকে দেখিয়ে মানসের প্রতি) ইনি আমার ভাই। (গিরীন ভুরু কোঁচকায়)

মানস ॥ নমস্কার। আমার নাম মানস মিত্র।

গিরীন ॥ আপনার সংগে আলাপ হয়ে সুখী হলাম। বিশেষতঃ এইজন্যে যে, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবার আছে।

মানস ॥ কি প্রশ্ন ?

গিরীন ॥ আপনি আমাকে খুলে বলুন যে, কাল রাত্রে এখানে কি হয়েছে।

মানস ॥ (অস্বস্তির সংগে) কেন বলুন তো ?

গিরীন ॥ আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, কিছু একটা হয়েছে। এই যে মেয়েটি কাল সন্ধ্যাবেলা আমার কাছ থেকে চলে এসেছে—পালিয়ে এসেছেও বলা যায়—একে আজ সকালে যখন আপনার বাড়ীতে খুঁজে পেলাম তখন দেখলাম যে এর মাথার ঠিক নেই—আবোল তাবোল বকছে। কি করেছেন ওকে ?

খনা ॥ কি যা তা বকছ ?

গিরীন ॥ ঠিকই বলছি। কিন্তু আপনার কি উদ্দেশ্য ?

মানস ॥ দেখুন আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি আশ্বস্ত হোন আমি খনাকে—

গিরীন ॥ খনা ! আপনি ওকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছেন ?

মানস ॥ হ্যাঁ—মানে কাল যা হয়েছে তারপর –

গিরীন ॥ আরে মশাই কাল কি হয়েছে সেটাই তো আমি জানতে চাইছি। কি হয়েছে কি ? খুলে বলুন না—

মানস ॥ দেখুন কি যে হয়েছে সেটা ঠিক আপনাকে বলতে পারব না। অন্ততঃ এখন তো নয়ই। তবে যা হয়েছে তারপরে একটা কথাই শুধু বলতে পারি যে, সারা জীবনের মতন খনাকে পেলে –

গিরীন॥ সারা জীবন আপনি ওকে এইখানে রাখতে চাইছেন? (মানস সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ে) অ—তাহলে দেখছি ব্যাপারটা ঠিক যা ভেবেছিলাম তা' নয়। আমি ভেবেছিলাম এই মেয়েটি—আমার বোনটি (খনার দিকে কৌতুকপুর্ণ দৃষ্টিতে চায়) বোধহয় কোন একটা বাজে লোক, কোন ব্ল্যাক মেলারের পাল্লায় পড়েছে। কিন্তু আপনি দেখছি সৎ লোক। দেখুন মানস বাবু, আপনি যা ভাবছেন আমার মনে হয় তার মধ্যে আমারও •একটা মতামত দেবার অধিকার আছে। (মানস খনার দিকে চায়, খনা কিছু বলে না) আপনার সম্বন্ধেও আমার কিছু জানবার আছে। কি করেন আপনি?

মানস॥ আমি এখানকার কলেজের লেকচারার—মাইনে অল্পই পাই—দুশো সাতচল্লিশ টাকা।

গিরীন॥ ভালই তো। মেয়েটিও খুব সাদাসিধে—আর ঘরটির সম্বন্ধে তো বলার কিছুই নেই। বাগানের ফুল, কুয়োর জল সবই আছে—আর কি চাই।

খনা॥ গিরীন! কি আরম্ভ করেছ?

মানস॥ দেখুন, আমার কিছুই নেই, শুধু আমার career ছাড়া। আর এ-ও আমি বুঝতে পারছি যে, খনা সম্পূর্ণ অন্য জগতের লোক। কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে কাল ও আমার কাছে এসে পড়ল—তারপরে কি যে হল আমিও সব ব্যবধান ভুলে গেলাম—(হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে) ও হো দেখ খনা, তোমার জন্যে একটা জামা এনেছি। এ ছাড়া আর কিছু পেলাম না—(মোড়কটা খুলে একটা রঙচঙে জামা বার করে—হাতে সস্তা লেসের ঝালর দেওয়া, গলায় সস্তা রিবনের একটা 'বো')

গিরীন॥ এ আবার কি? (জামাটা মানসের হাত থেকে নিয়ে 'বো' ধরে দোলাতে থাকে)

খনা ॥ (হাত থেকে কেড়ে নিয়ে একটা চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়) ছেড়ে দাও।

মানস ॥ খনা, জামাটা তোমার পছন্দ হয়নি ?

খনা ॥ হয়েছে বৈকি। (গিরীনকে) ইতর !

মানস ॥ পছন্দ না হলে বদলে আনব। কিন্তু এখন চলি (গিরীনকে) আমার একটা ক্লাস আছে এখন।

গিরীন ॥ বেশ তা তাহলে আপনি আসুন।

মানস ॥ মানে ক্লাস আর নেব না—বলেই চলে আসব। (দরজার দিকে এক পা গিয়ে) আঃ মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার (পকেট থেকে একটা শালপাতার ঠোঙা বার করে) এই নাও খনা। খাবার একটু। আহা বেচারী সারারাত না খেয়ে—(বলতে বলতে বেরিয়ে যায়)

[খনা অন্যমনস্ক ভাবে ঠোঙাটা হাতে নিয়েছিল এখন টেবিলের ওপর ধপ্ করে ফেলে দেয়। গিরীন খানিকক্ষণ ধরে ক্লান্ত, অন্যমনস্ক খনাকে দেখে]

গিরীন ॥ (আস্তে আস্তে) খনা শেষকালে এই আধপাগলাটার জন্যে আমাকে ছেড়ে যেতে চাইছ ?

খনা ॥ (বাইরে থেকে উদাস দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে) গিরীন, ওকে তুমি চিনতে পারনি—ওর সম্বন্ধে এরকম করে কথা বোল না –

গিরীন ॥ চিনতে পারি নি বলছ ? বেশ ছেলে চমৎকার ছেলে। দেখলেই হাসি পায়।

খনা ॥ গিরীন, তুমি জান না আজ তোমাকে দেখে আমার কি অনুকম্পা হচ্ছে—তোমার ঐ স্থির হাসি, তোমার ঐ নিভাঁজ স্যুট তোমার টাই-এর নিখুঁত গ্রন্থি সব কিছুর জন্যে তোমাকে দেখে আজ আমার অনুকম্পা হচ্ছে। তোমাকে দেখে কারো হাসি পায় না, পাবেও না।

গিরীন ॥ সেটাই সম্ভব।

খনা ॥ কিন্তু যাকে দেখে তোমার এত হাসি পাচ্ছে, যাকে নিয়ে এতক্ষণ মজা করলে—তার যে কি রহস্য তা' যদি জানতে—

গিরীন ॥ ও বাবা ওর আবার রহস্যও আছে।

খনা ॥ ওকে তুমি এখন পরিপূর্ণ দিনের আলোয় দেখ্‌লে। দিনের আলোয় ও ভীত, সংকুচিত। কিন্তু যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তখন এইখানে ওর জানলায় এক আশ্চর্য বিস্ময় নেমে আসে—

গিরীন ॥ (খানিকক্ষণ খনার চেয়ে চিন্তিত ভাবে) খনা, তুমি সত্যিই এখানে থাকতে চাও?

খনা ॥ হ্যাঁ।

গিরীন ॥ ভাল করে ভেবে দেখেছ?

খনা ॥ একটুও ভাবি নি।

গিরীন ॥ শোন খনা। আমি তোমাকে চিনি। খুব ভাল করে চিনি। তোমার ওখানে ভাল লাগছিল না। একঘেঁয়ে লাগছিল। তাই তোমার মনটা একটু পরিবর্তন চাইছিল—

খনা ॥ (দুর্বলভাবে প্রতিবাদ করে) মোটেই তা' নয়।

গিরীন ॥ হ্যাঁ তাই। আমাদের সবায়েরই এরকম একঘেয়ে লাগে—ভাল লাগে না - কিন্তু এছাড়া আর কি করার আছে? এখনো পর্যন্ত তোমার খুব মজা লাগছে—নিজেকে ভুলে নিজের কাছ থেকে পালিয়ে আছ—কিন্তু ওটা বেশীক্ষণ ভাল লাগবে না। এ রকম adventure পাঁচ মিনিটের জন্যে ভাল লাগে—কিন্তু অনেক হয়েছে খনা এবার চল।

খনা ॥ না।

গিরীন ॥ যাবে না?

খনা ॥ না।

গিরীন ॥ তাহলে আমি কি করব? (সুর চড়িয়ে) আমি কোন্‌ মুখে একা একা কোলকাতায় ফিরব? লোকে জিজ্ঞাসা করলে কি বলব? বলব

যে, কোথাকার কোন্ একটা রহস্যময় আধপাগলা যার জানলায় রোজ সন্ধ্যায় বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়—তার জন্যে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছ ?

খনা ॥ গিরীন, তুমি থামবে কিনা ?

গিরীন ॥ কেন থামব ? কিসের জন্যে থামব ! (চেঁচিয়ে) এই তিন বছর ধরে তোমার জন্যে একটা রাজার ঐশ্বর্য খরচ করেছি, সে কি এই জন্যে ?

খনা ॥ ওঃ কি বিনয় ?

গিরীন ॥ বিনয় ? কিসের জন্য বিনয় করব ? বলতে তোমায় লজ্জা করে না ?

খনা ॥ আঃ চেঁচিও না।

গিরীন ॥ (আরো জোরে) কেন চেঁচাব না ?

খনা ॥ (তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করতে যায়) কি হচ্ছে কি ? পাড়ার লোকে শুনতে পাবে না ? চ্যাটার্জি বাড়ি, গুপ্ত বাড়ির জানলায় লোক দাঁড়িয়ে যাবে এখনি।

গিরীন ॥ খনা ! (আচমকা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যায়, একটু পরে) তুমি পাড়াপড়শীর ভয়ে জানলা বন্ধ করতে যাচ্ছ ? (গভীর হতাশার সংগে) তুমি যে একেবারে পাড়াগেঁয়ে বৌ হয়ে গেছ।

খনা ॥ (নিজের পরিবর্তন দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায়, সন্দেহ জাগে যে, সত্যিই মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে) গিরীন, তুমি একটু চুপ করো।

গিরীন ॥ (খনাকে দেখতে থাকে) একেবারে পুরোপুরি মিত্রগিন্নী হয়ে গেছ—আর বাকী আছে কি ? ওঃ ঠিক হয়েছে—ঐ জামাটা। (জামাটা কুড়িয়ে আনে) পরে ফেল তাড়াতাড়ি—ঐটাই বা বাকী থাকে কেন ? দেখ, চেয়ে দেখ, কি সুন্দর।

খনা ॥ (জামাটা টেনে নিয়ে আবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়) আর বিরক্ত কোর না তুমি।

গিরীন ॥ খনা, আমার কথা শোন। এসব তোমার পোষাবে না। তুমি বিলাসে অভ্যস্ত। তোমার এই শরীর মন অনেক অবসর, অনেক আলস্য, অনেক বিলাস আর কল্পনার আবেশ দিয়ে তৈরী। কি করে তুমি ভাবতে পারছ যে, এইখানে তুমি মানিয়ে নিতে পারবে? একবারও কি ভেবে দেখেছ যে, আরো এক বছর কি আরো পাঁচ সাত বছর পরে তুমি কেমন হবে? উঃ ভাবতে গেলে আমি শিউরে উঠছি। জান তুমি কেমন হবে? গিরীন কথা খোঁজে—ঠিক সেই মুহূর্তে দক্ষিণের দরজা দিয়ে ধীরপদে প্রবেশ করেন কোকিলা দেবী—গিরীন যেন তার কল্পনার মূর্তিমতী রূপায়ণ প্রত্যক্ষ দেখতে পায়) দেখ, চেয়ে দেখ, এই তোমার পরিণতি। (কোকিলা বিস্ময়ে, অপমানে হতবাক হয়ে যান। সামলে নিয়ে বলেন)

কোকিলা ॥ এ সবের মানে কি?

খনা ॥ কোকিলাদি, আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না—

কোকিলা ॥ কি আশ্চর্য! তুমি দেখছি আমার নামও জান?

গিরীন ॥ (আগের কথায় সুর টেনে) দেখ খনা, এই ভদ্রমহিলা, এরও একদিন হয়ত রূপ ছিল, যৌবন ছিল—

কোকিলা ॥ তার মানে?

গিরীন ॥ হয়ত এখনও আছে—কিন্তু দেখে মনে হয় না। কিন্তু আজ? ভাবতে তোমার ভাল লাগছে না খনা, তবু ভেবে দেখ এখানে থাকলে এই শহরের জীবন যাপন করলে তুমি এই কোকিলা দেবী ছাড়া আর কি হতে পারতে?

কোকিলা ॥ দেখুন, আপনাকে আমি চিনি না। তা সত্ত্বেও আমাকে নিয়ে আপনি যথেষ্ট অপ্রিয় কথা বলেছেন—কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা না করলেই আপনি ভাল করতেন।

গিরীন ॥ (এতক্ষণে কোকিলার দিকে ফেরে) দেখুন, কিছু মনে করবেন না।

আমি ঠিক ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে বলছি না—আমি আপনাকে কোন ব্যক্তি হিসাবে দেখছিও না। আপনি শুধু একটি অকাট্য যুক্তি। একটি উপমা—আর ঠিক উপযুক্ত সময়ে আ'মার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু আপনার জীবনের যে সম্ভাবনা ছিল, আমি সেই কথা ভাবছি। আপনার জীবনের হারিয়ে যাওয়া সৌন্দর্যের মাধুর্যের মুহূর্তগুলি যেন আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

কোকিলা ॥ আমার জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। আর আমি আপনাদের সংগে মস্করা করতেও এখানে আসি নি। আমি দেখতে এসেছি এখানে কি ব্যাপার হচ্ছে। আপনি কে? (খনাকে) তুমিই বা কে? আমাকে চিনলে কি করে? কেন এখানে এসেছ? আর অতবড একটা গাডী রাস্তার মাঝখানে এমন করে দাঁড করিয়ে রেখে লোক জডো করারই বা অর্থ কি? (জানলা দিয়ে দেখে) ঐ দেখ! আমাদের কলেজের মেয়েরাও দু'একটি করে এসে জুটছে। (জানলা দিয়ে মুখ বাডিয়ে চেঁচায়) মেয়েরা! তোমরা কি করছ ওখানে? (গাড়ীর হর্ণ শোনা যায়) চলে যাও ওখান থেকে। গেলে? (আবার হর্ণ) মেয়েরা শুনতে পাচ্ছ না?

গিরীন ॥ (একই সময়ে জানলার কাছে এসে) কি সর্বনাশ! পাঁচ ছটা ছেলে গাডীটার ওপর উঠে নাচছে (আবার হর্ণ) এই, এই বাচ্চারা, গাডির ওপর থেকে নাম। (হর্ণ) ভেঙেচুরে শেষ করবে দেখছি (তাডাতাডি বেরিয়ে যায়)

খনা ॥ (কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে) কোকিলাদি! (কোকিলা বাইরের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিলেন, খনার ডাকে মুখ ফিরিয়ে চান আপনারও তো একদিন আমার মতন অল্প বয়স ছিল, রূপ ছিল—

কোকিলা ॥ (কিসের স্মৃতি মনে পডে) তা' ছিল—অন্ততঃ তাই তো বলত। কিন্তু একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ?

খনা ॥ ধরুন আমি যদি বরাবরের জন্যে এখানে থাকি—

কোকিলা ॥ তুমি ! তুমি এখানে থাকতে চাও ? (হাত নেড়ে শহর বাড়িঘর সব কিছু বোঝাতে চান) এখানে তোমার ভাল লাগবে ?

খনা ॥ লাগবে না ! কি বলছেন ! এত আলো, এত হাওয়া—

কোকিলা ॥ সে তো এখন। সে তো আজ। এর পর যেদিন বৃষ্টি নামবে—চারদিকে জল কাদা অন্ধকার আমাদেরই অসহ্য লাগে—তুমি তার মধ্যে থাকতে পারবে না—

খনা ॥ কেন পারব না কোকিলাদি ?

কোকিলা ॥ এখানকার জীবন যে বড একঘেঁয়ে, বড নিরানন্দ। দুদিন পরে তোমার অসহ্য হয়ে উঠবে, বিরক্ত লাগবে। (খনার মুখের দিকে চেয়ে) হয়ত তখন—তখন তুমিও বদলে যাবে। (খনাকে চিন্তিত দেখে সস্নেহে) তুমি কে আমি জানি না—তোমাকে চিনি না—তবু বলছি এখানকার জীবন তোমার জন্যে নয়। তুমি এখানে থেক না—তুমি ফিরে যাও।

খনা ॥ আপনি বলছেন ফিরে যেতে ? (দ্বিধাভরে) কিন্তু—'ও' ?

কোকিলা ॥ ও মানে ? (খনা মানসের পডার টেব্‌লের প্রতি ইংগিত করে) ওঃ—ওর বইপত্র নিয়ে ও ভালই থাকবে—ওর জন্যে তুমি ভেব না।

খনা ॥ (চিন্তিত , কিন্তু তবু—তবু যেন মনে হচ্ছে এখানকার জীবন বড ভাল (কিছুক্ষণ থেমে) এত ভাল লেগেছিল।

কোকিলা ॥ (যেতে যেতে মৃদু হেসে) ভাল লেগে—ছিল। এটাই ঠিক বলেছ (বলতে বলতে বেরিযে যান)

(খনা শূন্য দৃষ্টিতে চেযে থাকে—কয়েক মুহূর্ত যায়—যন্ত্রচালিতের মত হাতব্যাগটা তুলে নেয়—খোলে—আয়না বার করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। এমন সময় গিরীন ঢোকে—দরজায় দাঁডিযে খনাকে লক্ষ্য করে)

গিরীন ॥ খনা আসবে ?

খনা ॥ কি জানি। যদি আর একবার ড'ক, না গিয়ে পারব না। কিন্তু এখান থেকে চলে যাব ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে।

গিরীন ॥ তাহলে থাক।

খনা ॥ না—সে সাহসও আর নেই। কেন তুমি এলে গিরীন ? এমন যদি হত, একটুক্ষণ চোখ বন্ধ করে তারপর চোখ খুলে দেখতাম তুমি নেই।

গিরীন ॥ আমি যে অত সহজে অদৃশ্য হয়ে যাবার লোক নই খনা।

খনা। কিন্তু তাহলে আমাদের দুজনের পক্ষেই ভাল হত। আমি এক রাত্রেই অনেক বদলে গেছি গিরীন—তুমি আমার মধ্যে আর আগের খনাকে খুঁজে পাবে না।

গিরীন ॥ ও কিছু নয়—দুপুরে ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

খনা ॥ আর যদি না হয় ? তখনো কি আমরা পরস্পরকে ভালবেসে সুখী হতে পারব ?

গিরীন ॥ দেখ—ওসব কথাবার্তা আমি ভাল বুঝি না। ভালবাসা, সুখ—ও নিয়ে কোনদিন মাথাও ঘামাই নি। তুমি আমাকে ভালবাস কিনা বা আমি তোমাকে ভালবাসি কিনা তা' আমি জানি না। জানবার দরকারও নেই। তবে তোমাকে পাশে নিয়ে যখন কোন বড় হোটেলে বা বারে ঢুকি, তখন চারদিকের লোক আমাদের দেখছে একথা মনে করেই ভাল লাগে। তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

খনা ॥ কি বলছ গিরীন ?

গিরীন ॥ আর সুখের কথা যদি বল—আমাদের জীবনে সুখী হবার সময় কোথায় ? ভাল করে জীবনটাকে উপভোগ করার মতনই শুধু সময় আছে সুখী তো এখানকার লোকেরা—এই গণ্ডীর মধ্যেই তাদের স্বর্গ।

খনা ॥ তুমি কি সব জিনিষই এমনি করে হেসে উড়িয়ে দিতে চাও ?

গিরীন ॥ আপাততঃ তাড়াতাড়ি ফেরা ছাডা আর কিছু চাই নইলে না ; গাড়িটা আর আস্ত থাকবে না।

[দ্রুতপদে উদয় প্রবেশ করে]

উদয় ॥ আচ্ছা, মানস যা বলল—তা সত্যি ? সত্যি আপনি—

গিরীন ॥ ইনি কে ?

উদয় ॥ ও আপনি—মাপ করবেন, আমি আপনাকে দেখি নি। ইনি— ?

[খনার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চায়]

খনা ॥ উদয় বাবু, আমি চলে যাচ্ছি।

উদয় ॥ চলে যাচ্ছেন ? কেন ?

[খনা গিরীনকে দেখিয়ে দেয়]

উদয় ॥ (অনুমান করতে পারে) ও—তাহলে—মানস ?

খনা ॥ আপনি ওকে বলবেন- আমি বলতে পারব না—আমার কিছু বলার মুখ নেই।

উদয় ॥ কিন্তু আপনি কি আর ফিরবেন না ? কোনদিনই না ?

খনা ॥ কি জানি।

[হাসিমুখে মানস ঢোকে- ঘরে বেদনাদায়ক নীরবতা—তিনজনের মুখের দিকে চেয়ে মানস অনুভব করতে পারে যে, কিছু একটা হয়েছে]

খনা ॥ গিরীন (উদয়কে দেখিয়ে)- ইনি উদয়বাবু—গানের শিক্ষক- খুব গুণী লোক। ইনি গান নিয়ে একটা নতুন ধরনের গবেষণা করছেন—তার জন্য ওঁর কিছু টাকার দরকার- তুমি ওঁর সংগে কথা বললেই জানতে পারবে।

উদয় ॥ আঃ এসব কথা আপনি ওঁকে কেন বলছেন ?

গিরীন ॥ আমি হয়ত আপনার কাজের একটু সুবিধে করে দিতে পারি। চলুন না --বাইরে যাই—ব্যাপারটা শোনা যাক- আর ছেলেগুলোর হাত থেকে গাড়িটাকেও বাঁচানো দরকার—আবার সব গাড়ির ওপর উঠেছে।

[দুজনে বেরিয়ে যায়]

খনা ॥ মানস—তুমি ঠিকই বলেছিলে—আমার এইরকম জামাকাপড় পরে এখানে থাকা চলবে না। (নতুন জামাটার প্রতি মানসের চোখ পড়ে—খনা তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলে) ওতেও আমার হবে না মানস। আমার আরো—আরো অনেক জিনিষ ল'গবে—তা হয়ত পরেশের দোকানেও পাওয়া যাবে না—তাই আমাকে চলে যেতে—

মানস ॥ চলে যাবে?

খনা ॥ আপাততঃ।

মানস ॥ আবার আসবে তো?

খনা ॥ আসব।

মানস ॥ কবে আসবে বল—আমি স্টেশনে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব—নয়ত যেখানে বল—গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব।

খনা ॥ কোথাও যেতে হবে না—তোমার এই ঘরেই তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কোর—আমি আসবই।

মানস ॥ কবে?

খনা ॥ রোজ—প্রতি সন্ধ্যায়।

মানস ॥ (খনার দিকে চেয়ে থাকে) ও—বুঝেছি।

খনা ॥ কি বুঝেছ?

মানস ॥ কী অর্থহীন স্বপ্ন। আমার একথা বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছিল। কতবার নিজেকে বলেছি—আহা, এ যদি সত্যি হত! এতক্ষণে যেন ঘুম ভাঙছে—মনে হচ্ছে এ সব স্বপ্ন—কিছুই সত্যি নয়।

খনা ॥ কিছুই সত্যি নয়? কি বলছ মানস? কালকের সন্ধ্যাটাও না?

মানস ॥ কি লাভ সেকথা ভেবে? তুমি চলে যাচ্ছ খনা—আর কোনদিন তোমাকে দেখতে পাব না।

খনা ॥ না-ই বা পেলে! ঐ যে দূরের আকাশে অরুন্ধতীর পাশে একটি তারা কাল রাত্রে আমার নামে চিহ্নিত হল তাকেও তো তুমি কোনদিন

দেখ নি—তবু জান যে সে আছে। সে থাকবে চিরদিন, চিরকাল। তেমনি ভাবেই আমিও থাকব তোমার কাছে—প্রতি সন্ধ্যায় ফিরে ফিরে আসব তোমার জানলায়—আমার অদৃশ্য অস্তিত্ব থাকবে তোমাকে ঘিরে।

[মানস বাইরের আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—খনা নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়]

মানস ॥ খনা! (পিছন ফিরে দেখে খনা নেই। মৃদুস্বরে, আপন মনে) খনা! (বাইরে থেকে মোটরে স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ পাওয়া যায়। মানস চুপ করে শোনে। মোটরের শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়—মানস আস্তে আস্তে বাইরেব তাকের কাছে গিয়ে আগের দিন কেনা বইটা টেনে নেয়—ঘরের মাঝখানে এসে বইটা খোলে)

উদয় ॥ (সশব্দে প্রবেশ করে) মানস! সব টাকাটা উনিই দিলেন। (কোন সাড়া না পেয়ে অপ্রস্তুত ভাবে) মানস, উনি যে চলে গেলেন।

মানস ॥ জানি।

উদয়। কি করে জানলে?

মানস ॥ তারারা যে কোনদিন তাদের কক্ষপথে থেমে যেতে পারে না।

উদয় ॥ তুমি যে বললে—

মানস ॥ উদয়, কিছু মনে কোর না ভাই—আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।

উদয় ॥ আচ্ছা ভাই। আমি চললুম। (দরজার দিকে এগিয়ে যায়)

মানস ॥ (টেবলের দিকে গিয়ে) কাল সন্ধ্যা থেকে বইটা পড়ার এত চেষ্টা করছি। কিছুতেই সময় পাচ্ছি না।

[উদয় বেরিয়ে গেছে। মানস বইটা হাতে নিয়ে টেবলের ধারে এসে বসে। বইটা খোলে। প্রথমে অন্যমনস্ক ভাবে পাতা ওলটায়—তারপর গভীর মনোযোগে দেখে। কাগজে কি যেন লেখে—আবার পড়ে—আবার লেখে—কাজে মগ্ন হয়ে যায়—অতি ধীরে যবনিকা নেমে আসে।]